দৈনিক
সকালবেলা
নতুন প্রজন্মের কাগজ
The Daily Sakalbela
প্রতিষ্ঠাতা ঃ সৈয়দ এনামুল হক
প্রকাশনার ৩০ বছর



'রইদ'-এ বিশ্বমঞ্চে নতুন স্বীকৃতি তুষির

পৃষ্ঠা-০৬

মঙ্গলবার
- রেজি নং ডিএ- ১৯৮৭
- ৩০ তম বর্ষ, ২০০ সংখ্যা
- ঢাকা, ২৪ নভেম্বর ২০২৬
- ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বাংলা
- ১৩ জমা: সানি ১৪৪৮ হিজরী
- ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫ টাকা

পাকিস্তানের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়লেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ

স্টাফ রিপোর্টার :
পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পিকারের বিশেষ আমন্ত্রণে ইসলামাবাদের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। সোমবার (২৩ নভেম্বর) দুপুর ১টা ২ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ সফরে ভিভিআইপি মর্যাদা পাচ্ছেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের আসন্ন বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে তাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (ভিভিআইপি) ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করেছে সরকার। আগামী ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ২০২৬ তার ২ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে ইইউ

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। একইসঙ্গে অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জবাবদিহি, ন্যায়বিচার, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ২ এর পাতায় দেখুন

তুমি রবে নিরবে...

বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি



লায়ন, এ্যাডভোকেট
সৈয়দ এনামুল হক
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সকালবেলা
এবং The Daily Morning Times
মহাসচিব : বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ (BSP)
ইংরেজি সংবাদ পাঠক : বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

জন্ম ঃ ১৬ এপ্রিল ১৯৫৬
মৃত্যু ঃ ২৭ অক্টোবর ২০২০

১০০ টাকা ঋণের ৩৪ টাকাই খেলাপি

খেলাপি ঋণ ছাড়াল ৬ লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকা

বিশেষ প্রতিনিধি :
ব্যাংকঋণে নানা ধরনের ছাড়, পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠনের সুযোগ দিয়েও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। বরং দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ আবারও ৬ লাখ ২৭ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। গত তিন মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ২০ হাজার ৮৪৯ কোটি টাকা। ফলে ব্যাংক খাতের বিতরণ করা ঋণের প্রায় ৩৪ শতাংশই এখন খেলাপি। অর্থাৎ ব্যাংক থেকে বিতরণ করা প্রতি ১০০ টাকার মধ্যে প্রায় ৩৪ টাকাই আদায় হচ্ছে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ৫৬ হাজার ১৬৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬ লাখ ২৭ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৩৩ দশমিক ৮০ শতাংশ। খেলাপি ঋণের এই বিশাল অঙ্ক দেশের ব্যাংক খাতের দুর্বল আর্থিক অবস্থার পাশাপাশি ঋণ আদায় ও ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি করেছে। এর আগে জুন শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ৬ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা। তখন মোট ঋণের ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশ ছিল খেলাপি। সেই হিসাবে তিন মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ২০ হাজার ৮৪৯ কোটি টাকা। এর আগে মার্চ শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৮৮ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা। তখন খেলাপি ঋণের হার ছিল ৩২ দশমিক ২৬ শতাংশ। অর্থাৎ চলতি বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকেই খেলাপি ঋণের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। ঋণ পুনঃতফসিল ও বিশেষ ছাড়ের সুযোগ দেওয়ার পরও এই প্রবণতা থামানো যায়নি। ব্যাংক খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যাংক খাতে ব্যাপক অনিয়ম ও লুটপাটের মাধ্যমে বিতরণ করা ঋণের প্রকৃত তথ্য আড়াল করা হয়েছিল। সরকার পরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ২ এর পাতায় দেখুন

> গত তিন মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ২০ হাজার ৮৪৯ কোটি টাকা। ফলে ব্যাংক খাতের বিতরণ করা ঋণের প্রায় ৩৪ শতাংশই এখন খেলাপি।



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে গতকাল মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তাঁর অফিসকক্ষে এনসিপি'র নেতৃবৃন্দ মতবিনিময় করে। -পিআইডি

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সব দলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার :
ফ্যাসিবাদ ও জুলাই প্রশ্নে সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গতকাল সোমবার (২৩ নভেম্বর) সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক শেষে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম এ কথা জানান। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে আলোচনার বিষয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, গত কয়েক দিন ধরে দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়েছে। জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। সরকারি দল, বিরোধী দল, ফ্যাসিবাদবিরোধী নেতাকর্মী ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বও বিভিন্নভাবে হামলার শিকার হচ্ছেন। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ এবং রাজনৈতিক ঐক্যের সম্ভাবনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এনসিপি আহ্বায়ক বলেন, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ওনার জায়গা থেকে ওনার উদ্বেগের জায়গাগুলো প্রকাশ করেছেন, ফ্যাসিবাদ প্রশ্নে, জুলাই প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোকে এক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, আমাদের জায়গা থেকে আমরা বলেছি, বর্তমান জায়গাটা একদিনে হয়নি। নির্বাচনের পর থেকে গত ৭/৮ মাসে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, বিচার বিষয়ে আপসকামীতা, আওয়ামী লীগ প্রশ্নে কঠোর অবস্থান না নেওয়া, ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক বিষয়গুলো স্পষ্ট না করার বিষয়ে আজকের এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ বলেন, যেকোনো ধরনের জাতীয় ঐক্যের ২ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান নাহিদ ইসলামের

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আমন্ত্রণে তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চার নেতা। সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে গতকাল সোমবার এ বৈঠকে এনসিপির আহবায়ক নাহিদ ইসলাম, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ, সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও রাজনৈতিক পর্ষদ সদস্য আকরাম হুসাইন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করেন যে, ভারত বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে এবং সে কারণে জনগণ ও রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে তারা সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "ভারত একজন খুনীকে স্পেস দিচ্ছে, একটি দলকে ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দিচ্ছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য। আমাদের এখন যে লড়াই সেটি আওয়ামী লীগের সাথে না। এখন ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। জনগণ ও রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, "আওয়ামী লীগকে আমরা ৫ই অগাস্টেই পরাজিত করেছি। ইন্ডিয়া বাংলাদেশ অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। এজন্য জনগণ ও রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। যা কিছু বাংলাদেশে হচ্ছে তার সঙ্গে ভারত সরাসরি জড়িত বলে আমরা মনে করি। এনসিপির আহবায়ক বলেন, বৈঠকে তারা শেখ হাসিনার রায় কার্যকর, 'জুলাই যোদ্ধাদের' নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ২ এর পাতায় দেখুন

৮ মাস পর হামে মৃত্যুহীন দিন

স্টাফ রিপোর্টার :
দীর্ঘ ৮ মাস পর গতকাল সোমবার (২৩ নভেম্বর) হাম ও উপসর্গে কারো মৃত্যু হয়নি। দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় (রোববার সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা) হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে কোনো মৃত্যু নথিভুক্ত হয়নি। তবে এই সময়ে ১ হাজার ৪১৭ শিশুর হাম শনাক্ত হয়েছে। সোমবার (২৩ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রোববার সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হাম ও হামের উপসর্গে কারো মৃত্যু হয়নি। গত ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত দেশে মোট নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ২৩২ জন। এ সময়ে মোট সন্দেহজনক হাম রোগী শনাক্ত হয়েছেন ২ লাখ ৫৭ হাজার ৯০৭ জন। এ ছাড়া গত ১৫ মার্চ ২ এর পাতায় দেখুন



শিকাগোতে বেগম খালেদা জিয়ার নামে সড়কের নামকরণ

স্টাফ রিপোর্টার :
যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। গতকাল (২২ নভেম্বর) 'মাদার অব ডেমোক্রেসি বেগম খালেদা জিয়া ওয়ে' নামে সড়কটির নামফলক আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়। শিকাগো সিটি কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে সড়কটির নামকরণের প্রস্তাব অনুমোদন করে। গত ২৩ সেপ্টেম্বর সিটি কাউন্সিলের অল্ডারম্যান গিলবার্ট ভিগেস এ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস উইংয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল এ তথ্য জানানো হয়। শিকাগোর স্থানীয় সময় রোববার দুপুর ১২টায় ২ এর পাতায় দেখুন

২২ দিনে রেমিট্যান্স এলো ২৯ হাজার কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার :
চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম ২২ দিনে দেশে ২৩৫ কোটি ৭০ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ (এক ডলার ১২৩ টাকা হিসাব) ২৮ হাজার ৯৯১ কোটি ১০ লাখ টাকা। আর গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ১০.৪ শতাংশ বেশি এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ থেকে ২২ নভেম্বর দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২৩৫ কোটি ৭০ লাখ ডলার। গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ২১৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার। সে হিসাবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ২২ কোটি ২০ লাখ ডলার বা ১০ দশমিক ৪ ২ এর পাতায় দেখুন

এইচএসসি ফল

পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্নিরীক্ষণে বদলেছে ৩৩,৩৪৯ খাতার ফল

স্টাফ রিপোর্টার :
চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মোট ৩৩ হাজার ৩৪৯ জন পরীক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছে। পুনর্নিরীক্ষার জন্য আবেদন করেছিলেন ২ লাখ ৯১ হাজার ২১১ জন পরীক্ষার্থী। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ লাখ ৮৭ হাজার ৪১৬টি উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষা করা হয়। এতে আবেদনকারীদের ১১ দশমিক ৪৫ শতাংশের ফল পরিবর্তন হয়েছে। প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সাধারণ নয়টি শিক্ষা বোর্ডে ২ লাখ ৬১ হাজার ৮৮৯ জন পরীক্ষার্থী পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করেন। তাদের ১০ লাখ ১৯ হাজার ২ এর পাতায় দেখুন



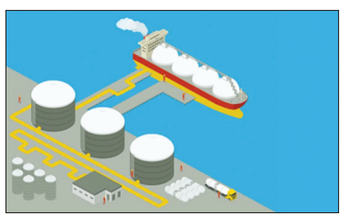
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খানের সাথে গতকাল মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। -পিআইডি

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় ২০০ মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

স্টাফ রিপোর্টার :
জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা টেকসই করতে বাংলাদেশকে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। এ অর্থ দিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা ও জীবিকাকে আরও টেকসই করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান। গতকাল সোমবার (২৩ নভেম্বর) সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে নিজ দপ্তরে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ ২ এর পাতায় দেখুন

সরকার মাতারবাড়ীতে স্থায়ী এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ করতে চায়

স্টাফ রিপোর্টার :
তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি ও সরবরাহ বাড়াতে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে স্থলভিত্তিক স্থায়ী টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) পদ্ধতিতে টার্মিনালটি নির্মাণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রকৌশল নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্রয় ব্যবস্থাপনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে পেট্রোবাংলার কোম্পানি রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)। জ্বালানি বিভাগ সূত্র জানায়, গত ১৭ নভেম্বর এ বিষয়ে আগ্রহপত্র আহ্বান করেছে আরপিজিসিএল। আগামী ৮ ডিসেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলো আবেদন জমা দিতে পারবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পটির কারিগরি, আর্থিক ও বাস্তবায়ন কাঠামো নির্ধারণ করা হবে। আরপিজিসিএল সূত্র জানায়, মাতারবাড়ীতে স্থলভিত্তিক এলএনজি গ্রহণ, সংরক্ষণ ও পুনরায় গ্যাসে রূপান্তরের টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে পিপিপি পদ্ধতিতে। নিয়োগ করা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পাশাপাশি ফ্রন্ট-এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন (ফিড) এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্রয় ব্যবস্থাপনা সেবা দেবে। সংস্থাটির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, এর আগে বিগত সরকারের সময় একই ধরনের একটি উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে দেশে দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল রয়েছে। তবে ঝড়-ঝঞ্ঝার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় টার্মিনাল দুটি বন্ধ রাখতে হয়। এতে দেশে গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে। স্থায়ী টার্মিনাল নির্মাণ করা হলে জাহাজে করে আমদানি করা এলএনজি ট্যাঙ্কারে সংরক্ষণ করা যাবে। পরে সেখান থেকে এলএনজিকে গ্যাসে রূপান্তর করে সরবরাহ করা হবে। ট্যাঙ্কারের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী ১৫ থেকে ৩০ দিন বা তার বেশি সময় এলএনজি মজুদ রাখা সম্ভব হবে। এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা যাবে। দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন কমে আসায় আমদানিনির্ভর ২ এর পাতায় দেখুন





যারা পাশ করেছেন তাদের ভর্তি পরীক্ষা আটকে রাখা যায় না

-অ্যাটর্নি জেনারেল

স্টাফ রিপোর্টার :
যারা সব বিষয়ে পাশ করেছেন, তারা মেধাবী। যারা এক বিষয়ে ফেল করেছেন, তাদের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে দাঁড় করানো যায় না বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। গতকাল সোমবার (২৩ নভেম্বর) নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, বুয়েট, মেডিকেল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব ২ এর পাতায় দেখুন



দেশে ফিরলেই শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হবে

-রয়টার্সকে শামা ওবায়েদ

স্টাফ রিপোর্টার :
ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরলে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। ডিসেম্বরে তার দেশে ফেরার পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও নতুন করে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে এমন কঠোর অবস্থানের কথা জানাল সরকার। বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী ভারত হাসিনাকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করবে ২ এর পাতায় দেখুন

আধুনিকায়নের পথে এগোচ্ছে পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার :
বড় ধরনের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের পথে এগোচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা জোরদার এবং নতুন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার ২৪ হাজার ৬৭৭টি নতুন পদ সৃষ্টি, ৫ হাজার ৮৩০টি যানবাহন ক্রয়, পুরোনো পুলিশ স্থাপনা পুনর্নির্মাণ এবং একটি বিশেষায়িত সাইবার পুলিশ ইউনিট গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, দীর্ঘদিনের জনবল সংকট, অভিযান পরিচালনার সীমাবদ্ধতা এবং অবকাঠামোগত ঘাটতি মেটাতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এটি ২০৩০-৩১ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারের বৃহত্তর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা উন্নয়ন এজেন্ডার অংশ। ১৭ কোটির বেশি মানুষের নিরাপত্তার চাহিদা মেটাতে বর্তমান পুলিশ বাহিনী হিমশিম খাচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে জনবল বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনা, আধুনিক তদন্ত সুবিধা এবং প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রমের মাধ্যমে পুলিশি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর বড় উদ্যোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে এই প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো। সম্প্রসারণ পরিকল্পনার মূল কেন্দ্রে রয়েছে বাংলাদেশ পুলিশে রাজস্ব খাতে ২৪ হাজার ৬৭৭টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব। সরকারি এক অগ্রগতি প্রতিবেদনের হিসাবে দেখা গেছে, এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর পুলিশ জনসংখ্যা অনুপাতের ভিত্তিতে হিসাব করা চাহিদার তুলনায় বাহিনীতে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৩৭৪ জন জনবলের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান অনুমোদিত জনবল ২ লাখ ১৮ হাজার ৭৪৯ জন। এর মধ্যে ২ লাখ ৭ হাজার ৯৩৮ জন পুলিশ সদস্য এবং ১০ হাজার ৮০৯ জন নন-পুলিশ কর্মচারী রয়েছেন। তুলনামূলক মূল্যায়নে দেখা গেছে, বাহিনীতে প্রায় ৩ লাখ ৫৪ হাজার ১২৩ জন জনবল প্রয়োজন। প্রস্তাবিত নিয়োগের মধ্যে রয়েছে ১০ হাজার কনস্টেবল, ৪ হাজার উপ-পরিদর্শক (এসআই), ৪০০ সার্জেন্ট এবং ৪৫০ জন সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি)। এছাড়া থানা, তদন্ত কেন্দ্র, ফাঁড়ি ও অপারেশনাল ক্যাম্পসহ মাঠপর্যায়ের ইউনিটগুলোর জন্য আরও ১ হাজার ৯৪৩টি পদের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলো প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক গাজী জসিম উদ্দিন বলেন, জননিরাপত্তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বর্তমান জনবল যথেষ্ট নয়। মালয়েশিয়ায় ১:২৯৭ এবং থাইল্যান্ডে ১:৩১৩ পুলিশ জনসংখ্যা অনুপাতের উদাহরণ টেনে তিনি বাংলাদেশের পুলিশিং সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার পরিবহন ও অভিযান পরিচালনার যানবাহনের তীব্র সংকট কাটাতেও পদক্ষেপ নিচ্ছে। পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির জানিয়েছেন, অনুমোদিত সাংগঠনিক চাহিদা মেটাতে ২ এর পাতায় দেখুন

- দীর্ঘদিনের জনবল সংকট, অভিযান পরিচালনার সীমাবদ্ধতা এবং অবকাঠামোগত ঘাটতি মেটাতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এটি ২০৩০-৩১ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারের বৃহত্তর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা উন্নয়ন এজেন্ডার অংশ।



গ্রামীণ ব্যাংকে অগ্নিসংযোগ বন্ধ ও অপরাধীদের শাস্তির দাবি ড. ইউনূসের

স্টাফ রিপোর্টার :
গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় ধারাবাহিক অগ্নিসংযোগ বন্ধ এবং হামলাকারীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন নোবেলজয়ী অধ্যাপক ও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, নভেম্বরের শুরু থেকে প্রায় প্রতিদিন পেট্রলবোমা দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় হামলা চালানো হচ্ছে। শুধু এ মাসেই দেশের প্রায় ১০০টি শাখায় একই ধরনের হামলা হয়েছে। গতকাল সোমবার (২৩ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এসব কথা বলেন। বিবৃতিতে তিনি সাম্প্রতিক অগ্নিসংযোগ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তার দাবি, এসব ঘটনার সঙ্গে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সন্দেহভাজন কর্মীরা জড়িত। চট্টগ্রামে তার নিজের বাড়িও ২ এর পাতায় দেখুন



রূপপুর থেকে দ্বিতীয় দফায় জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু

স্টাফ রিপোর্টার :
রূপপুর পরমাণু বিদ্যুত কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে আজ জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১০টা ২০মিনিটে কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিট থেকে বিদ্যুত সরবরাহ শুরু হয়। রূপপুর পরমাণু বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. কবীর হোসেন জানান, দ্বিতীয় দফায় প্রায় ৩শ' থেকে ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুত ১০ থেকে ২৪ ঘণ্টা পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হবে। এ সময়ে বিদ্যুত কেন্দ্রের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সমন্বিত পরিচালন ব্যবস্থার বিভিন্ন কারিগরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। এরআগে গত ১৭ নভেম্বর দীর্ঘ প্রতীক্ষা, ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
সকালবেলা
The Daily Sakalbela
নতুন প্রজন্মের কাগজ
মঙ্গলবার
২৪ নভেম্বর ২০২৬
প্রকাশনার ৩০ বছর

ঢাকাসহ ৮ জেলায় ৯৮ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

স্টাফ রিপোর্টার :
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঢাকাসহ দেশের আট জেলায় ৯৮ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে গোপালগঞ্জে রয়েছে দুই ব্যাটালিয়ন বিজিবি। গতকাল সোমবার (২৩ নভেম্বর) বিজিবির পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের পাশাপাশি গোপালগঞ্জে বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। তারা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও ৭ এর পাতায় দেখুন

বেতন হয়নি, অপেক্ষায় প্রাথমিকের অধিকাংশ নতুন শিক্ষক

স্টাফ রিপোর্টার :
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদানের প্রায় দুই মাস পেরিয়ে গেলেও বেতন-ভাতা পাননি অধিকাংশ নতুন শিক্ষক। গত ১ অক্টোবর চাকরিতে যোগদান করেছেন ১২ হাজার ৮৩০ জন সহকারী শিক্ষক। তবে কারিগরি ও প্রশাসনিক জটিলতায় তাদের অধিকাংশের বেতন আটকে রয়েছে। এতে আর্থিক সংকটে পড়েছেন শিক্ষকরা। এ অবস্থায় ডিসেম্বর মাসের শুরুতেই বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবি জানিয়েছেন তারা। গতকাল সোমবার (২৩ নভেম্বর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি জানিয়েছেন ২০২৫ ব্যাচের নতুন যোগ দেওয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা। বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষকরা জানান, দীর্ঘ আট মাস অপেক্ষার পর গত ১ অক্টোবর তারা চাকরিতে যোগদান করেন। এরপর থেকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু এখনও অধিকাংশ শিক্ষক বেতন-ভাতা পাননি। এতে তাদের পরিবারেও ৭ এর পাতায় দেখুন


রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে গতকাল বঙ্গভবনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মোঃ সাখাওয়াত হোসেন সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর আহ্বান রাষ্ট্রপতির

স্টাফ রিপোর্টার :
রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দেশের স্বাস্থ্যসেবার মান আরও বাড়িয়ে তা দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেয়ার আহবান জানিয়েছেন। গতকাল সকালে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ আহবান জানান। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলম এ কথা জানান। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী আগামী ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে শুরু হতে যাওয়া পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক বছরব্যাপী বৃহৎ জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন ৭ এর পাতায় দেখুন

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল

পরিচালনায় জাপানি কোম্পানি চুক্তি হবে ১৫ বছরের

স্টাফ রিপোর্টার :
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পাচ্ছে জাপানি কোম্পানি। এ জন্য কোম্পানিটির সঙ্গে ১৫ বছর মেয়াদি কনসেশন চুক্তি করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। চুক্তি অনুযায়ী, জাপানি কোম্পানিকে অগ্রিম ৮১ লাখ মার্কিন ডলার দিতে হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা। অগ্রিম অর্থের পাশাপাশি যাত্রী ও কার্গো পরিবহন থেকে অর্জিত রাজস্বের অংশও পাবে সরকার। গতকাল সোমবার (২৩ নভেম্বর) অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হবে। ইনভেস্ট বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের আওতায় জাপানি সাব-ওয়ার্কিং গ্রুপের (এসডব্লিউজি) মাধ্যমে টার্মিনালটির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণের পর এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে একটি জাপানি কোম্পানি আর্থিক প্রস্তাব জমা দেয়। ইনভেস্ট বাংলাদেশ প্রস্তাবটি যাচাই-বাছাই ও দর-কষাকষি শেষে কনসেশন চুক্তির খসড়া তৈরি করে। পরে লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের ভেটিং এবং অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত নিয়ে চুক্তিটি চূড়ান্ত করা হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ১৫ বছর মেয়াদি পরিচালনার জন্য জাপানি কোম্পানিকে অগ্রিম ৮১ লাখ ডলার দিতে হবে। পাশাপাশি যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে মোট রাজস্বের ২৭ শতাংশ অথবা যাত্রীপ্রতি ২ দশমিক ১ ডলার সরকারকে দিতে হবে। কার্গো পরিবহনের ক্ষেত্রে মোট রাজস্বের ২৭ শতাংশ অথবা প্রতি মেট্রিক টনে ১১ দশমিক ৫ ডলার দেওয়ার শর্ত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া এমবারকেশন ফি বাবদ ১২ দশমিক ৭ এর পাতায় দেখুন


চুক্তি অনুযায়ী, জাপানি কোম্পানিকে অগ্রিম ৮১ লাখ মার্কিন ডলার দিতে হবে।



এশিয়ার শক্তিমত্তার সূচকে বাংলাদেশ ২০তম

স্টাফ রিপোর্টার :
এশিয়ার ২৭টি দেশের মধ্যে সামগ্রিক শক্তির বিচারে ২০তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান লোয়ি ইনস্টিটিউটের ২০২৫ সালের এশিয়া পাওয়ার ইনডেক্সে বাংলাদেশের স্কোর দাঁড়িয়েছে ৯। আগের বছরের তুলনায় এই স্কোর কমেছে ০.৪ পয়েন্ট, যা এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পতন। এশিয়ার শীর্ষ পরাশক্তিগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে থাকলেও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক থিংক ট্যাংক লোয়ি ইনস্টিটিউটের এশিয়া পাওয়ার ইনডেক্সের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের জন্য প্রকাশিত তথ্যে এসব বিষয় উঠে ৭ এর পাতায় দেখুন



হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ায় ভারত বিশ্বে নিন্দিত হচ্ছে: দুদু

স্টাফ রিপোর্টার :
ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ায় ভারত সারা বিশ্বে নিন্দিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেছেন, 'আমরা ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু এরকম একজন খুনি ও লুটেরাকে আপনারা যদি কাছে রাখেন, তবে বন্ধুত্ব কীভাবে হবে? এই ব্যক্তিকে যতদিন আপনারা কাছে রাখবেন, শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে আপনারা নিন্দিত হবেন। সোমবার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব ৭ এর পাতায় দেখুন

ইউপি নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসছে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার :
আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে শিগগিরই রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। চলতি মাসের শেষ দিকে অথবা ডিসেম্বরের শুরুতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তিন দিনব্যাপী এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তারা জানান, চলতি মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত রয়েছে কমিশনের। সে অনুযায়ী, আগামী ২৯ বা ৩০ নভেম্বর থেকে তিন দিনব্যাপী এ সংলাপ শুরু হতে পারে। প্রয়োজনে নভেম্বরের শেষ দিনেও সংলাপ শুরু করতে পারে কমিশন। ইসির কর্মকর্তারা জানান, ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সব কিছু সম্পন্ন করা হবে। এ সময়ের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বিষয়েও একটি সভা হবে বলে তারা জানান। নির্ধারিত সময়েই ইউপি নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে জানিয়ে ইসির কর্মকর্তারা বলেন, বড় ধরনের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অনিবার্য পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে ইউপি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হতে পারে। সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা এ তফসিল ঘোষণা করবেন। তারা আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনী আমেজ তৈরি হবে এবং উৎসবমুখর পরিবেশে ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইসির পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউপি নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা দেখছেন না কমিশনের শীর্ষ কর্মকর্তারা। তারা জানান, আগামী ২১ জানুয়ারি প্রথম ধাপের ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের প্রায় ৪৫ দিন আগে তফসিল ঘোষণা করা হবে। ইসির কর্মকর্তারা আরও বলেন, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ইউপি নির্বাচন সম্পন্ন করতে রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সরকারের কাছ থেকেও পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে তারা আশাবাদী। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের জন্য রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সম্মিলিত সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে যেসব নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপ হয়েছে, সেসব দলের সাথে তিনদিনের এই সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া পরবর্তী সময়ে যেসব দল নিবন্ধন পেয়েছে তাদের সাথেও আলোচনায় বসা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইউপি নির্বাচনের জন্য ইসির সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২১ জানুয়ারি প্রথম ধাপে ইউপি নির্বাচন হবে। ২১ জানুয়ারির কমবেশি ৪৫ দিন আগেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। ইসি আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, নির্বাচনে যারা প্রার্থী হবেন, তাদের আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। ভালো নির্বাচনের জন্য সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রার্থী এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা সমানভাবে প্রয়োজন। এই চারটি বিষয়ের ওপর সুষ্ঠু নির্বাচন নির্ভর করে বলে আমি মনে করি। তিনি জানান, ইউপি নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং এলাকা ভিত্তিকও মিটিং হবে। ইউপি নির্বাচন শুরু হলে মানুষ ভোটের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং উৎসবমুখর ভোটের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এ বিষয়ে ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, কমিশনের ৭ এর পাতায় দেখুন

পলাতক আসামি সীমান্ত দিয়ে ঢুকলে গ্রেপ্তার করা হবে: বিজিবি

স্টাফ রিপোর্টার :
বিতর্কিত, পলাতক বা ফেরারি কোনো আসামি সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ময়মনসিংহ সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল নাসির উদ্দিন। সোমবার (২৩ নভেম্বর) সকালে ময়মনসিংহের শহীদ মুশতাক মাহমুদ মাল্টিপারপাস শেডে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে ময়মনসিংহ সেক্টরের সীমান্ত পরিস্থিতি, নিরাপত্তা জোরদারে নেওয়া পদক্ষেপ, অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির কার্যক্রম তুলে ধরেন সেক্টর কমান্ডার। কর্নেল নাসির উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাতে অবৈধভাবে প্রবেশ কিংবা বের হতে না পারে, সে বিষয়ে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। দেশের সার্বভৌমত্ব, সীমান্তের নিরাপত্তা ৭ এর পাতায় দেখুন



স্বাক্ষরিত জুলাই সনদ শতভাগ বাস্তবায়ন হবে: মাহদী আমিন

স্টাফ রিপোর্টার :
স্বাক্ষরিত জুলাই সনদ শতভাগ বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও তার কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহদী আমিন। তিনি বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নে যে ঐক্য রয়েছে, তা আরও সুদৃঢ় হবে। সোমবার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সংলাপ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন মাহদী আমিন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপির সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় জাতীয় স্বার্থে ঐক্যের বিষয়টি উঠে এসেছে। এই মতবিনিময়ের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গোটা বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। মাহদী আমিন আরও বলেন, স্বাক্ষরিত জুলাই সনদ শতভাগ বাস্তবায়ন করা হবে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে যে ঐক্য রয়েছে, তা আরও সুদৃঢ় হবে। এর আগে দুপুর ১টার দিকে সচিবালয়ের ৭ এর পাতায় দেখুন



নিরাপদ ও সময়সাশ্রয়ী পরিবহনব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য

-সড়ক প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
সহজ, নিরাপদ ও সময়সাশ্রয়ী পরিবহনব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং রেলপথ প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ হাবিব। গতকাল সোমবার রাজধানীর গুলশানের এক পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান। সড়ক প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময়ে পরিবহন শুধু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার বিষয় নয়। এটি মানুষের নিরাপত্তা, সময়, স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। সরকারের ৭ এর পাতায় দেখুন

যুদ্ধ নয়, ভবিষ্যৎ চাই- পরিবর্তনের দাবিতে উত্তাল ইউরোপ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ■
জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, আবাসন সংকট, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের ঘাটতি ও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তায় উত্তাল হয়ে উঠেছে ইউরোপ। ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, পর্তুগাল, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে তরুণদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ। বিশ্লেষকদের মতে, এসব আন্দোলন কেবল জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদ নয়, বরং ইউরোপের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীর সংকটের বহিঃপ্রকাশ। ফ্রান্সে কয়েক সপ্তাহ ধরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের ঘাটতি, শিক্ষকসংকট ও জরাজীর্ণ শ্রেণিকক্ষের প্রতিবাদে আন্দোলন করছেন। স্পেনে ৮৭ বছর বয়সী এক বৃদ্ধাকে ৭০ বছরের বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদের ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। একটি বিনিয়োগ তহবিল বাড়িটির মালিকানা নেওয়ার পর তার ভাড়া ২৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছিল। উচ্ছেদের দুই সপ্তাহ পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। ইতালির ৫০টি শহরে গত সপ্তাহে ১০ লাখের বেশি মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। পর্তুগালে আবাসন ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে তাঁবু গেড়ে আন্দোলন করছেন বিক্ষোভকারীরা। জার্মানিতে বাধ্যতামূলক সামরিক নিয়োগ সম্প্রসারণের উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে জলকামান ব্যবহার করেছে পুলিশ। যুক্তরাজ্যেও ২০ নভেম্বর 'আমাদের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই, তাদের যুদ্ধের জন্য নয়' স্লোগানে আন্দোলনে নামেন হাজারো শিক্ষার্থী। বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, করোনা মহামারি, ইউক্রেন যুদ্ধ, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি এবং ইরানকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। এতে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে। তবে সংকটের গভীরে রয়েছে কয়েক দশকের বাজারনির্ভর অর্থনৈতিক নীতি, করপোরেট একচেটিয়া আধিপত্য এবং সম্পদের অসম বণ্টন। গত চার দশকে মুক্তবাজার অর্থনীতির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা সরকারগুলোর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করেছে। বিপরীতে বড় করপোরেশনগুলো অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। আবাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো মৌলিক প্রয়োজনও ক্রমে মুনাফাভিত্তিক পণ্যে পরিণত হয়েছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সরকারি বিনিয়োগ ও করপোরেট একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি প্রবৃদ্ধিনির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৭ এর পাতায় দেখুন




বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী গতকাল সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন।

দেশ ছেড়ে পালিয়েও শেখ হাসিনা প্রতিশোধের রাজনীতি করছেন : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পরও ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা প্রতিশোধের রাজনীতি করছেন। তিনি আরও বলেন, গণঅভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নিয়ে শেখ হাসিনা বসে নেই, ক্ষমতার মোহে এখনো ৭ এর পাতায় দেখুন

টিটন হত্যা মামলায় শীর্ষ সন্ত্রাসী সুইডেন আসলাম ৫ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার :
রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে শীর্ষ সন্ত্রাসী খন্দকার নাইম আহমেদ টিটন (৫৫) নিহত হওয়ার ঘটনায় করা মামলায় শীর্ষ সন্ত্রাসী শেখ মো. আসলাম ওরফে সুইডেন আসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার (২৩ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইসমাইলের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির রমনা বিভাগের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. ইরফান খান তার ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদঘাটন, ঘটনার ইন্ধনদাতাদের চিহ্নিত করা, হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত ধৃত ও পলাতক অন্য আসামিদের সঠিক অবস্থান নির্ণয় ৭ এর পাতায় দেখুন



নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করতে চায় না সরকার: গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আহম্মদ সোহেল মনজুর বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের অপতৎপরতা দেখা যাচ্ছে। তবে অতীতের ফ্যাসিস্ট সরকারের মতো নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করতে চায় না বর্তমান বিএনপি সরকার। তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও যথাযথ তদন্ত ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। একই সঙ্গে এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এছাড়াও, আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের বিষয়ে বিএনপির কোনো নেতাকর্মীর সুপারিশ আমলে না নিতে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী আহম্মদ সোহেল মনজুর। গতকাল ঝালকাঠি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, দুর্নীতি ও মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি কার্যক্রমে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও ৭ এর পাতায় দেখুন

সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নাহিদের জামিন নামঞ্জুর

স্টাফ রিপোর্টার :
রাজধানী উত্তরায় জুলাই আন্দোলন কেন্দ্রিক সাদিকুল ইসলামকে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। সোমবার (২৩ নভেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সেফাতুল্লাহ এ আদেশ দেন। এদিন তার পক্ষে অ্যাডভোকেট সাথী শাহা জামিন চেয়ে শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করেছেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে গত ১৯ নভেম্বর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। ওইদিন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও উত্তরা পশ্চিম থানার উপ-পরিদর্শক মো. মাহমুদুল হাসান মোড়ল তাকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। তবে তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনে পরবর্তীতে তাকে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করা হতে ৭ এর পাতায় দেখুন

চীনের শেনঝেনে প্রযুক্তিবিপ্লব

বাংলাদেশের সামনে অমিত সম্ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার :
চীনের শেনঝেনের স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্যের বাইরে ব্যবসা, প্রযুক্তি ও উৎপাদনের নিরবচ্ছিন্ন গতিই যেন দেশটিকে বৃহত্তর অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করেছে। পরিসংখ্যানও চীনের এই পরিবর্তনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে চীনের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ছিল প্রায় ৬ দশমিক ১৯ ট্রিলিয়ন ডলার। ২০২৬ সালের ১১ মাসে জিডিপি ২১.৫৫ ট্রিলিয়ন ডলার। ডলারের হিসাবে দেড় দশকের বেশি সময়ে অর্থনীতির আকার বেড়েছে তিনগুণের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি চীন। এই প্রবৃদ্ধির পেছনে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন ব্যবস্থার ধারাবাহিক আধুনিকায়ন। একসময় চীনের পরিচিতি ছিল পোশাক, খেলনা, জুতা ও সাধারণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে। 'মেড ইন চায়না' লেখা পণ্য ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের প্রায় প্রতিটি বাজারে। কিন্তু সেই পরিচিতির গণ্ডি অনেক আগেই পেরিয়েছে দেশটি। এখন বৈদ্যুতিক গাড়ি, উন্নত ব্যাটারি, সৌরবিদ্যুৎ সরঞ্জাম, ড্রোন, রোবট, টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রযুক্তিতে চীনের উপস্থিতি ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। চীনের অর্থনৈতিক রূপান্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো– উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি উৎপাদনের ধরন ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাও বদলে গেছে। সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে এসে দেশটি এখন প্রযুক্তি, গবেষণা, দক্ষতা ও উদ্ভাবন নিয়ে এসেছে শিল্পের কেন্দ্রে। শেনঝেনের দিকে তাকালে এই রূপান্তরের বাস্তব



চিত্র আরও স্পষ্ট হয়। কয়েক দশক আগেও শহরটি ছিল তুলনামূলক ছোট একটি জনপদ। এখন এটি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি, ইলেকট্রনিকস ও উৎপাদন কেন্দ্র। স্মার্টফোন, বৈদ্যুতিক গাড়ি, ড্রোন, ইলেকট্রনিকস, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি পণ্যের উৎপাদনে শেনঝেনের রয়েছে বিশেষ অবস্থান। শহরটির অর্থনৈতিক সাফল্যের একটি বড় কারণ হলো– এখানে গবেষণা, নকশা, প্রযুক্তি উন্নয়ন, যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মধ্যে তৈরি হয়েছে নিবিড় সংযোগ। শেনঝেনের বিশেষত্ব হলো– এখানে প্রযুক্তি শুধু গবেষণাগার বা প্রদর্শনীর বিষয় নয়; এটি সরাসরি উৎপাদন ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এক

বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি

ওপর গুরুত্ব দিয়েছে সংস্থাটি। গতকাল সোমবার (২৩ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশের (ডিকাব) আয়োজনে ডিকাব টকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মাইকেল মিলার বলেন, বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি ইইউ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

কারণ, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কতটা হবে, তা নির্ধারণে মানবাধিকার পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি বলেন, মানবাধিকার সুরক্ষা চাপের মুখে থাকলে তা ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য, ইইউর সদস্য দেশ এবং সংস্থাটির সদর দপ্তরের সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে।

বিষয়টি তাদের প্রতিদিনের পর্যবেক্ষণের অংশ। ইইউ রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা অব্যাহত রেখেছে ইইউ। মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি কোনোভাবেই নিখুঁত নয়, তাই উন্নতির সুযোগ রয়েছে। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা কিংবা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া নিয়ে ইইউর অবস্থান জানতে চাইলে মাইকেল মিলার বলেন, এ বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো অবস্থান নেই। তিনি যা বলছেন, তা তার ব্যক্তিগত বক্তব্য। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নেওয়া পদক্ষেপগুলো ইইউ লক্ষ্য করেছে। বাংলাদেশকে স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ দেখতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জবাবদিহি এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা জরুরি বলে মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি বর্তমান সময়ে সহিংসতা বর্জন এবং জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর ওপর গুরুত্ব দেন ইইউ রাষ্ট্রদূত।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মাইকেল মিলার বলেন, দেশের পরিস্থিতি নিয়ে গণমাধ্যমের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় চলছে। এ সময় গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রয়োজন। নিরাপত্তা পরিস্থিতি সরকার নিয়ন্ত্রণে রেখেছে বলে তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় গঠিত সংস্কার কমিশনগুলোর বিভিন্ন প্রস্তাবের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, কমিশনগুলোর অনেক ভালো ধারণা ছিল। সেসব প্রস্তাবের কোনগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব, তা চিহ্নিত করতে ইইউ বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।

তিনি বলেন, নিজেদের দেশেও এ ধরনের কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে ভালো প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে চায় ইইউ। এর আগে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় মাইকেল মিলার বলেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত বর্তমানে তুলনামূলক কম শ্রমমূল্যের ওপর নির্ভর করে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রয়েছে। তবে জনমিতিক পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে শ্রমের ব্যয় বাড়বে। ফলে বর্তমানের মতো একই তুলনামূলক সুবিধা আগামী দিনে বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। তিনি বলেন, ইউরোপীয় বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর নির্দিষ্ট রূপান্তরকাল শেষ হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে নতুন কোনো বাণিজ্যিক ব্যবস্থা না থাকলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে মোস্ট ফেভারড নেশন (এমএফএন) শুল্ক প্রযোজ্য হবে। এতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে পরিবর্তন আসবে এবং চাপ তৈরি হতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি। মাইকেল মিলার বলেন, এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম পরিকল্পনা, আধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ এবং তৈরি পোশাক খাতে সার্কুলার ইকোনমি বা বৃত্তাকার অর্থনীতির চর্চা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে রূপান্তরের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন। তিনি বলেন, এসব পরিবর্তন রাতারাতি সম্ভব নয়। পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ ও বাস্তবায়নে কয়েক বছর সময় লাগবে। তাই ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিষয়ে এখন থেকেই ইইউর সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হওয়া জরুরি। বাংলাদেশের সরকার, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে ইইউ প্রস্তুত জানিয়ে তিনি বলেন, উত্তরণ প্রক্রিয়াটি যেন মসৃণ ও পূর্বানুমেয় হয়, সে জন্য উভয় পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে মাইকেল মিলার বলেন, দুই পক্ষের সম্পর্ক বিকশিত হচ্ছে। চ্যালেঞ্জ থাকলেও এ সম্পর্কের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অবস্থানের সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্তও সম্পর্কের বিকাশের প্রতি তার আগ্রহের প্রতিফলন। ইইউ বাংলাদেশের সঙ্গে দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের পরিবর্তে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। অনুষ্ঠানে ডিকাব সভাপতি এ কে এম মঈনউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক ইমরুল কায়েস বক্তব্য রাখেন।

পাকিস্তানের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়লেন

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে একটি ফ্লাইটে তিনি ইসলামাবাদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। এই সরকারি সফরে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল অংশ নিচ্ছে। স্পিকারের সফরসঙ্গী হিসেবে প্রতিনিধিদলে রয়েছেন সংসদ সদস্য নাসের রহমান, জহরত আদিব চৌধুরী, হুমাম কাদের চৌধুরী, মোহাম্মদ নাজিবুর রহমান এবং নিলোফার চৌধুরী। সফরকালে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংসদীয় প্রতিনিধিদলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় এবং দুই দেশের সংসদীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। সফর শেষে আগামী ২৯ নভেম্বর স্পিকারের নেতৃত্বে সংসদীয় প্রতিনিধিদলটির দেশে ফিরে আসার কথা রয়েছে।

৮ মাস পর হামে মৃত্যুহীন দিন

থেকে আজ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে মোট ১০৫ জন এবং সন্দেহজনক হামে ১ হাজার ২৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে এই সময়ে নিশ্চিত ও সন্দেহজনক হামে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৫২ জন। হাসপাতালে ভর্তি ও সুস্থতার পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ১ হাজার ২৬১ জন রোগী নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং ১ হাজার ৩১৪ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। গত ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট ২ লাখ ৩০ হাজার ৭৯১ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২ লাখ ২২ হাজার ১৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন শনাক্ত হওয়া ৯৬ জন নিশ্চিত হাম রোগীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫৩ জন, সিলেটে ৩৫ জন এবং চট্টগ্রামে ৮ জন রয়েছেন। অন্য পাঁচ বিভাগে (ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বরিশাল, খুলনা ও রংপুর) এই সময়ে নতুন করে নিশ্চিত হাম রোগী শনাক্ত হয়নি। অন্যদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হাম রোগী শনাক্তের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে ৫৭৫ জন। এরপর চট্টগ্রামে ২৪৩ জন, সিলেটে ১৭৯ জন, বরিশালে ৯৫ জন, খুলনায় ৯৩ জন, ময়মনসিংহে ৭৬ জন, রাজশাহীতে ৩৮ জন এবং রংপুর বিভাগে ২২ জন সন্দেহজনক রোগী শনাক্ত হয়েছেন।

খেলাপি ঋণ ছাড়াল

খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যাংক খাতে ব্যাপক অনিয়ম ও লুটপাটের মাধ্যমে বিতরণ করা ঋণের প্রকৃত তথ্য আড়াল করা হয়েছিল। সরকার পরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাংক খাতের প্রকৃত চিত্র প্রকাশের উদ্যোগ নিলে এসব ঋণের বড় অংশ খেলাপি হিসেবে শনাক্ত হয়। এছাড়া, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অনেক প্রভাবশালী ঋণগ্রহীতা আত্মগোপনে চলে যান। ফলে খেলাপি ঋণ দ্রুত বেড়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অন্তর্বর্তী সরকার বিশেষ ছাড়ে ঋণ পুনঃতফসিলের সুযোগ দিলেও তাতে স্থায়ী সমাধান আসেনি। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ শাসনামলে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। আর ক্ষমতা ছাড়ার আগে ২০২৪ সালের জুন শেষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ লাখ ১১ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান বিএনপি সরকারের সময়েও খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। এতে ব্যাংক খাতে দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও দুর্বলতার প্রভাব এখনো কাটেনি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

সংস্কার ছাড়া সমাধান নেই : ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের লাগামহীন বৃদ্ধিকে উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. ফাহমিদা খাতুন। তিনি জানান, রাজনৈতিক প্রভাব ও সুশাসনের ঘাটতির কারণে দেশে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির প্রবণতা বেড়েছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোতে তারল্যসংকট তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ কমে যাওয়ায় নতুন বিনিয়োগও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফাহমিদা খাতুন আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংক খাতের প্রকৃত খেলাপি ঋণের চিত্র আড়াল করে রাখা হয়েছে। সব ব্যাংকের প্রকৃত তথ্য পুরোপুরি সামনে এলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। তাই সাময়িক ছাড় দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। এ জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর সংস্কার প্রয়োজন। তিনি বলেন, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র গোপন না করে দ্রুত আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া, ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির পেছনে অতীতের অনিয়মের পাশাপাশি ঋণের প্রকৃত মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে নীতিগত পরিবর্তনও ভূমিকা রাখছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ব্যাংক খাতে অনিয়মের মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে-বেনামে বিতরণ করা অনেক ঋণ এখন নিয়ম অনুযায়ী খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এছাড়া, ঋণখেলাপি হিসেবে শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ম প্রয়োগ করায় খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাড়ছে। অতীতে যেসব ঋণ বারবার নবায়ন করে নিয়মিত দেখানো হয়েছে, সেগুলোর অনেকই এখন আর আদায় হচ্ছে না। ফলে এসব ঋণও খেলাপির তালিকায় যুক্ত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মতে, অনিয়মের মাধ্যমে বিতরণ করা ঋণ শনাক্ত করা এবং ঋণের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশের ফলে ব্যাংক খাতের দীর্ঘদিনের লুকানো দুর্বলতা সামনে আসছে। তবে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে শুধু খেলাপি ঋণ শনাক্ত করাই যথেষ্ট নয়; বরং ঋণ আদায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করাও জরুরি।

ভারতীয় আধিপত্যবাদের

সরাসরি জড়িত বলে আমরা মনে করি। এনসিপির আহবায়ক বলেন, বৈঠকে তারা শেখ হাসিনার রায় কার্যকর, 'জুলাই যোদ্ধাদের' নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গণভোটের রায় যেভাবে এসেছে, সে অনুযায়ী জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "যে লড়াই জুলাইতে করেছিলাম সেটা এখনো করতে হচ্ছে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক করতে না পারলে জনগনের আস্থা আমরা অর্জন করতে পারবো না। পাশাপাশি জুলাই ভিকটিমরা যাতে ন্যায় বিচার পায়। জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলেছি। সরকার ঐক্যের কথা বলেছে। আমরা সেই ঐক্যের জন্য আমাদের যা সুপারিশ বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে সেটি বলেছি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক বিক্ষোভ সহিংসতার প্রেক্ষাপটে এর বিরুদ্ধে বর্তমানে সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে এই সংলাপ করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আর এর প্রথম দিনে আজ সোমবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করলেন এনসিপির সঙ্গে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে

কূটনৈতিক বিষয়গুলো স্পষ্ট না করার বিষয়ে আজকের এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ বলেন, যেকোনো ধরনের জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে সংস্কার, বিচার ও দেশের সার্বভৌমত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে। ঐক্য প্রক্রিয়ায় সংস্কারকে এজেন্ডাভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছি। সংবিধান সংশোধন কমিটি সংস্কার, গণভোটের রায় ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাই এ কমিটি বাতিল করে গণভোটের রায়ের আলোকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছি। বৈঠক শেষে আলাদা ব্রিফ করেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন। তিনি বলেন, সংস্কারের বিষয়ে সরকারের অবস্থান সুস্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বলেছেন, বিএনপি সরকার জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে যে অঙ্গীকার করেছে, তা শতভাগ বাস্তবায়ন করবে। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম কোনো বিচ্যুতি নেই। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী অবস্থানের ক্ষেত্রে মত, পথ, আদর্শ ও দর্শনের ঊর্ধ্বে উঠে গোটা বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এনসিপির পক্ষ থেকে ঐক্যের বিষয়ে কোনো শর্ত দেওয়া হয়েছে কি না, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মাহদী আমিন বলেন, আলোচনায় শর্তের বিষয় ছিল না। এনসিপির প্রতিনিধি দল তাদের বক্তব্য ও অবস্থান তুলে ধরেছে। প্রধানমন্ত্রীও সরকারের অবস্থান জানিয়েছেন। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানেই রাজনৈতিক আদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই ঐক্যকে আরও সুসংহত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে এনসিপির প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন দলটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও রাজনৈতিক পর্ষদ সদস্য আকরাম হোসাইন।

বাংলাদেশ সফরে

বাহিনী (স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স) আইন, ২০২১-এর ধারা ২(ক)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী অনারেবল দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিমকে ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ২০২৬ বাংলাদেশ সফরকালে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনটি অবিলম্বে কার্যকর হবে। এদিকে উচ্চপর্যায়ের সফর ও কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে মালয়েশিয়া ও মালদ্বীপের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় অংশীদারত্ব আরও জোরদার করতে চায় বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এবং মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ড. মোহাম্মদ মুইজ্জুকে ঢাকায় স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এর আগে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর গত জুনে নিজের প্রথম বিদেশ সফরে মালয়েশিয়া যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে তিনি ওই সফর করেন। এ ছাড়া ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় এসেছিলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ড. মোহাম্মদ মুইজ্জু।

২২ দিনে রেমিট্যান্স

শতাংশ। এদিকে চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ৩৮২ কোটি ২০ লাখ ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল ১ হাজার ২২৮ কোটি ৪০ লাখ ডলার। সে হিসাবে অর্থবছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ। প্রবাসী আয়ের এ ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বাজার ও রিজার্ভের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। রেমিট্যান্স আসার এ ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি মাসে তিন বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করতে পারে। এর আগে সদ্যবিদায়ী অক্টোবর মাসের পুরো সময়ে ২৮৭ কোটি ৩৬ লাখ ৩০ হাজার বা ২.৮৭ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে দেশে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ৩৫ হাজার ৩৪৫ কোটি ২৮ লাখ টাকা। গত সেপ্টেম্বর মাসের পুরো সময়ে দেশে মোট ২৭৬ কোটি ৬০ লাখ (২.৭৬ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে দেশে। আর চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ ছিল ২৮৫ কোটি ৮৭ লাখ ৬০ হাজার ডলার। অর্থবছরের পরের মাস আগস্টে আসে ২৯৬ কোটি ৬৬ লাখ ৮০ হাজার ডলার।

গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩৫ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার আর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসেছিল ৩০ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলার।

শিকাগোতে বেগম খালেদা

বৃষ্টিভেজা পরিবেশে আয়োজিত নামফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা, শিকাগো সিটি কাউন্সিলের অল্ডারম্যান গিলবার্ট ভিগেস, এ উদ্যোগের উদ্যোক্তা ও বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতা শাহ মোজাম্মেল নান্টু এবং বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ। এছাড়া শিকাগোর বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে শাহ মোসাদ্দেক মিন্টু, জসীমউদ্দীন, ইকবাল কবির, দুলু মিয়া, হাদী ভূঁইয়া, মাহির শাহ, ফরহাদ আহমেদ, কাউন্টি শেরিফের প্রতিনিধি সালমান আফতাব, শাহ মোশাররফ ও ডা. মনজুরুল হক উপস্থিত ছিলেন। সড়কটির পাশেই অবস্থিত শিকাগোর বিখ্যাত উইলিস টাওয়ার, যা একসময় সিয়ার্স টাওয়ার নামে পরিচিত ছিল। ১১০ তলাবিশিষ্ট এই ভবনের কাঠামোগত নকশা করেছিলেন বাংলাদেশি প্রকৌশলী ফজলুর রহমান খান, যিনি বিশ্বব্যাপী এফ আর খান নামে পরিচিত। একসময় বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন হিসেবে পরিচিত উইলিস টাওয়ারের পাশেই এখন শোভা পাচ্ছে বাংলাদেশের আরেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বেগম খালেদা জিয়ার নামে নামকরণ করা সড়কের নামফলক। প্রেস উইংয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিকাগোর বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতা শাহ মোজাম্মেল নান্টুর উদ্যোগে স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সঙ্গে নিয়ে এ নামকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সড়কটির নামকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা ও রাজনৈতিক অবদান বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের জনগণের ভোটে তিনবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর আপসহীন ভূমিকা এবং দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিবারই বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হওয়ার বিষয়টিও নামকরণের প্রস্তাবে তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে শিকাগো শহরের অপর একটি সড়কের নামকরণ করা হয় 'অনারারি জিয়াউর রহমান ওয়ে'।

যারা পাশ করেছেন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনের ক্ষেত্রে আর কোনো আইনগত বাধা নেই। তিনি বলেন, স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজস্ব আইন ও বিধি অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন থেকে তাদের সুবিধামতো ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারবে। রিট আবেদন প্রসঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, জনস্বার্থের কথা বলে রিট করা হলেও রিটকারী কার স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছেন, তা সুস্পষ্ট নয়। এ ধরনের আবেদনের কারণে বিপুলসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীর ভর্তি কার্যক্রম আটকে রাখা সমীচীন নয়। তিনি আরও বলেন, যারা সব বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের ভর্তি কার্যক্রম যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পুনঃপরীক্ষা ও ফল পুনর্নিরীক্ষণের সুযোগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বৃহত্তর সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীর ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ রাখা উচিত নয়। এর আগে গত ১৮ নভেম্বর এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বুয়েট, মেডিকেল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিতের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে এ বিষয়ে রুল জারি করেন আদালত। ওই আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করে। গত ১৯ নভেম্বর চেম্বার আদালত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত না করে বিষয়টি শুনানির জন্য আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে পাঠান। সোমবার শুনানি শেষে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ স্থগিত করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনে আর কোনো আইনগত বাধা থাকল না।

সরকার মাতারবাড়ীতে

আমদানিনির্ভর এলএনজির ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। বর্তমানে মহেশখালীতে দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের মাধ্যমে দৈনিক ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আমদানি করা হচ্ছে। নতুন করে আরও একটি ভাসমান টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ জন্য চীনের একটি কোম্পানির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকার। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, মাতারবাড়ীতে স্থায়ী এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণে ব্যয় হতে পারে প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার বা ২৪ হাজার কোটি টাকা। এ জন্য প্রায় ১৫৬ একর জমির প্রয়োজন হতে পারে। টার্মিনালটির প্রাথমিক পরিকল্পিত গ্যাস সরবরাহ সক্ষমতা দৈনিক ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি)। এতে এলএনজি সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক, জাহাজ থেকে এলএনজি খালাসের জেটি, পুনরায় গ্যাসে রূপান্তরের (রিগ্যাসিফিকেশন) ব্যবস্থা এবং গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। তবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিস্তারিত নকশা চূড়ান্ত হওয়ার পর নির্মাণ ব্যয় এবং জমির চাহিদায় পরিবর্তন আসতে পারে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে গুণগত মান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রকৌশল নকশা, আর্থিক কাঠামো তৈরি এবং পিপিপি প্রকল্পের ক্রয় ব্যবস্থাপনায় কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ অথবা দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ

ঢাকাসহ ৮ জেলায় ৯৮ প্লাটুন

সদর দপ্তরের মনিটরিং সেল থেকে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ড্রোন, বডি-ওর্ন ক্যামেরা ও অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পাওয়া সরাসরি ভিডিও চিত্র সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সীমান্তে নিয়মিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায়ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে বিজিবি। সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা, স্বাভাবিক চলাচল ও দৈনন্দিন কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখা এবং যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বাহিনীটি বদ্ধপরিকর।

এশিয়ার শক্তিমত্তার

ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের জন্য প্রকাশিত তথ্যে এসব বিষয় উঠে এসেছে। সূচকে স্কোরের ভিত্তিতে দেশগুলোকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে- সুপার পাওয়ার (৭০-এর বেশি), মেজর পাওয়ার (৪০-এর বেশি), মিডল পাওয়ার (১০-এর বেশি) এবং মাইনর পাওয়ার (১০-এর কম)। এই শ্রেণিবিভাগে বাংলাদেশকে 'মাইনর পাওয়ার' বা ক্ষুদ্র শক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। সূচক অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। তালিকায় ভারতের অবস্থান তৃতীয়, স্কোর ৪০ দশমিক ৫। পাকিস্তান রয়েছে ১৬তম অবস্থানে, দেশটির স্কোর ১৫। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার অবস্থান ২১তম, স্কোর ৮ দশমিক ২। নেপাল রয়েছে ২৬তম অবস্থানে, স্কোর ৫ দশমিক ১। অর্থাৎ, সামগ্রিক শক্তির বিচারে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার চেয়ে এক ধাপ এবং নেপালের চেয়ে ছয় ধাপ এগিয়ে। এশিয়ার বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে চীনের অবস্থান দ্বিতীয়। দেশটির স্কোর ৭৩ দশমিক ৬। জাপান রয়েছে চতুর্থ অবস্থানে, স্কোর ৩৮ দশমিক ৬। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া নবম অবস্থানে রয়েছে, স্কোর ২১ দশমিক ৭।

কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে বাংলাদেশ : লোয়ি ইনস্টিটিউটের সূচকে আটটি প্রধান মাপকাঠিতে বাংলাদেশের অবস্থান মূল্যায়ন করা হয়েছে। এগুলো হলো অর্থনৈতিক সক্ষমতা, সামরিক সক্ষমতা, সহনশীলতা, ভবিষ্যৎ সম্পদ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক, কূটনৈতিক প্রভাব ও সাংস্কৃতিক প্রভাব। এসব মাপকাঠির মধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো অবস্থান ভবিষ্যৎ সম্পদে। এ ক্ষেত্রে ২৭টি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম, স্কোর ৬ দশমিক ৮। অর্থনৈতিক সক্ষমতায় ১৭তম, সহনশীলতায় ১৭তম এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবে ১৭তম অবস্থানে রয়েছে দেশটি। অন্যদিকে সামরিক সক্ষমতায় বাংলাদেশের অবস্থান ২২তম, প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কে ২১তম এবং কূটনৈতিক প্রভাবে ১৮তম। সবচেয়ে পিছিয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্কে; এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ২৩তম।

পরিচালনায় জাপানি

রাজস্বের ২৭ শতাংশ অথবা যাত্রীপ্রতি ২ দশমিক ১ ডলার সরকারকে দিতে হবে। কার্গো পরিবহনের ক্ষেত্রে মোট রাজস্বের ২৭ শতাংশ অথবা প্রতি মেট্রিক টনে ১১ দশমিক ৫ ডলার দেওয়ার শর্ত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া এমবারকেশন ফি বাবদ ১২ দশমিক ৫ ডলারের বিষয়টিও চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে এ খাতে যাত্রীদের কাছ থেকে স্থানীয় মুদ্রায় ৫০০ টাকা নেওয়া হয়। গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও শর্ত রাখা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনসগুলোর গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সম্পন্ন করবে। টার্মিনালটির পূর্ণাঙ্গ পরিচালন কার্যক্রম শুরুর সময়সীমাও নির্ধারণ করা হয়েছে চুক্তিতে। প্রকল্প হস্তান্তরের তারিখ থেকে ১৪ মাসের মধ্যে তৃতীয় টার্মিনালের পূর্ণাঙ্গ পরিচালন কার্যক্রম চালু করতে হবে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২২ হাজার ২১৩ কোটি ৯ লাখ ৬৪ হাজার টাকা। ২০১৬ সালের ১ জুলাই শুরু হওয়া এ প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। সরকারের এ উদ্যোগের ফলে তৃতীয় টার্মিনালের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জাপানি প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর পাশাপাশি যাত্রী ও কার্গো পরিবহন থেকে রাজস্ব আয়ের সুযোগ তৈরি হবে। তবে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, পরিচালন কার্যক্রম পুরোপুরি চালু করতে প্রকল্প হস্তান্তরের পর আরও ১৪ মাস সময় লাগবে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে

সচিব মো. সরওয়ার আলম এ কথা জানান। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী আগামী ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে শুরু হতে যাওয়া পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক বছরব্যাপী বৃহৎ জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানান। রাষ্ট্রপতি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে সম্মতি দেন। সাক্ষাৎকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরিবার পরিকল্পনা জোরদার করতে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে সরকারের বছরব্যাপী কর্মসূচি বিষয়ে অবহিত করেন। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো জানান, স্বাস্থ্য খাত ও পরিবার পরিকল্পনার মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক চাহিদার মতো বিষয় বিগত সরকারের সময়ে চরম অবহেলিত ছিল। বর্তমান সরকার পরিবার পরিকল্পনাসহ স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বাজেট বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, নতুন হাসপাতাল নির্মাণ ও সেবার মান বৃদ্ধিসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে হেলথ কার্ডসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, সচিব, প্রেস সচিব এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব এ কে এম বেঞ্জামিন রিয়াজী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ডিজি জিন্নাত রেহানা উপস্থিত ছিলেন।

বেতন হয়নি, অপেক্ষায়

অধিকাংশ শিক্ষক বেতন-ভাতা পাননি। এতে তাদের পরিবারেও আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। তারা জানান, মাগুরা সদর উপজেলা এবং গাইবান্ধা ও ঝিনাইদহ জেলার কয়েকটি উপজেলার শিক্ষকরা এরই মধ্যে বেতন পেয়েছেন। তবে অধিকাংশ উপজেলায় একই সমস্যার কারণে বেতন প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পে-ফিক্সেশন সংশোধনের চেষ্টা করেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। ডিডিও আইডি থেকে পে-ফিক্সেশন ফেরত আনার পরও সংশোধনের অপশনে তা পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফটওয়্যারে ত্রুটির বার্তা দেখাচ্ছে। ফলে বেতন বিল তৈরি ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দ্রুত সমস্যা সমাধানে তিনটি দাবি জানিয়েছেন শিক্ষকরা। এর মধ্যে রয়েছে আইবাস প্লাস প্লাস সফটওয়্যারে পে-ফিক্সেশনসংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা, কারিগরি ও প্রশাসনিক জটিলতা জরুরি ভিত্তিতে নিরসন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বয়ে দ্রুত বেতন বিল প্রস্তুত ও অনুমোদনের কার্যক্রম শেষ করা। নতুন শিক্ষকরা বলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চাকরিতে যোগদান করেও বেতন-ভাতা না পাওয়ায় তারা চরম অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। নিয়মিত দায়িত্ব পালন করলেও বেতন না পাওয়ার বিষয়টি তাদের ও পরিবারের জন্য কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

স্বাক্ষরিত জুলাই সনদ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসভা কক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে এনসিপির শীর্ষ নেতাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন এনসিপির প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ছিলেন দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও যুগ্ম আহ্বায়ক আকরাম হোসেন।

পলাতক আসামি সীমান্ত

এবং মানুষের জানমাল রক্ষায় বিজিবি পেশাদারত্ব ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করছে। সীমান্তে যেকোনো অবৈধ তৎপরতা প্রতিরোধে নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে। তিনি জানান, ময়মনসিংহ সেক্টরের অধীনে প্রায় ২৪৩ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এই দীর্ঘ সীমান্তের নিরাপত্তায় তিনটি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা দিনরাত দায়িত্ব পালন করছেন। অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ও রাষ্ট্রবিরোধী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এলাকাগুলো চিহ্নিত করে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ময়মনসিংহ সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল নাসির উদ্দিন। সীমান্তে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর কথা জানিয়ে সেক্টর কমান্ডার বলেন, বর্তমানে ৫০টির বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা, ২০টির বেশি সার্চলাইট, নাইট ভিশন ডিভাইস ও ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি করা হচ্ছে। পাশাপাশি নতুন করে আরও ৬৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা ও ৩৩টি সার্চলাইট স্থাপনের কাজ চলছে। দুর্গম ও নদীতীরবর্তী এলাকায় বিশেষ যান এটিভি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ছাড়া জনবল বাড়িয়ে প্রতিটি বিওপিতে নিয়মিত চারটি টহলের পাশাপাশি বিশেষ টহল পরিচালনা করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে কর্নেল নাসির উদ্দিন বলেন, হালুয়াঘাট ও নেত্রকোনার মহেশখালী সীমান্ত এলাকায় সম্ভাব্য তৎপরতা নিয়ে বিজিবি কিছু তথ্য পেয়েছে। তবে গোয়েন্দা নজরদারি, মাঠপর্যায়ের তৎপরতা এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সেসব তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ওইসব এলাকায় সন্দেহজনক কোনো তৎপরতা তাঁদের নজরে আসেনি। তিনি আরও বলেন, কোনো তথ্যকেই অবহেলা করা হচ্ছে না। প্রাপ্ত প্রতিটি তথ্য অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ডিজিএফআই ও এনএসআইয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। মাঠপর্যায়ে তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুশইন ও মানব পাচার প্রতিরোধে বিজিবির সাফল্যের তথ্য তুলে ধরে সেক্টর কমান্ডার জানান, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত ময়মনসিংহ সেক্টরের আওতাধীন সীমান্তে ১১টি ঘটনায় ১৪১ জনের পুশইন প্রতিরোধ করা হয়েছে। একই সময়ে চারজন মানব পাচারকারীকে আটক এবং পাচারের শিকার ১৩ জন বাংলাদেশিকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া ৫৮ জন মানব পাচারকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাদকবিরোধী অভিযান প্রসঙ্গে তিনি জানান, একই সময়ে সীমান্ত এলাকায় মাদক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ৭০ জনকে আটক করে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তায় স্থানীয় জনগণ ও গণমাধ্যমকর্মীদের সহযোগিতা চেয়ে কর্নেল নাসির উদ্দিন বলেন, সীমান্ত এলাকায় অপরিচিত বা সন্দেহভাজন কাউকে চলাফেরা করতে দেখলে, কেউ অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করলে কিংবা সন্দেহজনক কোনো তৎপরতা চোখে পড়লে দ্রুত বিজিবিকে জানাতে হবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাধারণ মানুষ ও গণমাধ্যমকর্মীদের সহযোগিতায় সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করা সম্ভব। সীমান্ত সুরক্ষা ও মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিজিবির নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

ইউপি নির্বাচন সামনে রেখে

কমিশনের সিদ্ধান্ত এ মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে বসতে হবে। আইনশৃঙ্খলা বিষয়েও একটি মিটিং হবে। আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সব কিছু সম্পন্ন করা হবে। রাজনৈতিক দলের কাছে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহায়তা চাওয়া হবে।

পাঁচ ধাপে ৪ হাজার ৩৩২ ইউপি নির্বাচন : পাঁচ ধাপে ৫০৮ উপজেলায় ৪ হাজার ৩৩২ ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) নির্বাচনের তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সম্প্রতি ইসির ওয়েবসাইটে কোন ইউনিয়ন পরিষদে কবে ভোট হবে, তার পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ইসির তালিকা অনুযায়ী, প্রথম ধাপে দেশের ১২৭টি উপজেলার ১ হাজার ৪২ টি ইউপিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় ধাপে ১২৫টি উপজেলার ১ হাজার ৬৯টি ইউপি, তৃতীয় ধাপে ১২০ উপজেলার ১ হাজার ২৪ টি ইউপি, চতুর্থ ধাপে ৯৬টি উপজেলার ৮১৩টি ইউপি এবং পঞ্চম ধাপে ৪০ উপজেলার ৩৮৪ টি ইউপিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, পাঁচ ধাপে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধাপে ভোট হবে ২০২৭ সালের ২১ জানুয়ারি, দ্বিতীয় ধাপে ৪ ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় ধাপে ২৯ এপ্রিল, চতুর্থ ধাপে ১৩ মে এবং পঞ্চম ও শেষ ধাপে ২৭ মে। গত ১৬ নভেম্বর কমিশন সভা শেষে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ জানান, ইউপি নির্বাচন শুরুর আগে নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি। এ মাসের শেষ ভাগে অথবা ডিসেম্বরের শুরুতে মোট তিনদিনে নিবন্ধনের ক্রমিক অনুযায়ী দলগুলোকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন কীভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, সে বিষয়ে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

হাসিনাকে আশ্রয়

কথা বলেন। শেখ হাসিনার দেশে ফেরার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'শেখ হাসিনার মতো এমন শাসক গত ৫০-৫৫ বছরেও এই মাটিতে আসেনি। গায়ের জোরে তিনটি টার্ম ক্ষমতায় থেকে তিনি ভেবেছিলেন আজীবন থাকবেন। কিন্তু কোনো নির্বাচনে নয়, ছাত্র-জনতার গণবিস্ফোরণে তিনি পালিয়েছেন। পালানো ব্যক্তি কি কখনো ফিরে আসে? তিনি আবার আসতে চাইছেন, কিন্তু এটি কখনোই সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিয়ে কঠোর মন্তব্য করে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, 'আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী, আগুন, হত্যাড়এটা তাদের কাজ। এর জন্য এই আওয়ামী লীগের সঙ্গে, গোপালগঞ্জের হত্যাকারীদের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো রকম তাদের এই অন্যায়কে এ দেশের মানুষ স্বীকার করে না। রাজনীতিতে তারা আবর্জনাতুল্য। বিএনপির নেতৃত্বের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'রাজনীতিতে যদি থাকতে হয়, বেগম খালেদা জিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তারেক রহমান দৃষ্টান্ত করেছেন। বর্তমান নেতৃত্ব ও সরকারের প্রশংসা করে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, 'আজকে যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে, তিনি জনবান্ধব একটা মানুষ। তার একটি মহিমা আছে। তার মন্ত্রিপরিষদ, তার সহকর্মীরা সকলেই অত্যন্ত পরীক্ষিত মানুষ। সেই পরীক্ষা তারা প্রায় দুই দশক ধরে এই দেশে দিয়েছেন। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'ঐক্যবদ্ধতার কোনো বিকল্প নেই। আমরা ঐক্যবদ্ধ যতক্ষণ থাকব, সন্ত্রাসীদের এবং পরজীবীদের কোনো ভবিষ্যৎ নাই। ন্যাশনাল লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ও ১২-দলীয় জোটের সমন্বয়ক লায়ন মো. ফারুক রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. মাইনুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) কো-চেয়ারম্যান আহসান হাবিব লিংকন, আম-জনতা দলের সাধারণ সম্পাদক তারেক রহমান এবং প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী রাশেদ খানসহ ১২-দলীয় জোটের শীর্ষ নেতারা।

টিটন হত্যা মামলায়

করে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে সুইডেন আসলামকে সাত দিনের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা একান্ত প্রয়োজন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়। এদিন বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আদালতে আনা হয় আসলামকে। এসময় তাকে সিএমএম আদালতের হাজতখানায় রাখা হয়। শুনানির আগে বিকেল পৌনে ৫টার দিকে তাকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় এজলাসে তোলা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আসামিকে রিমান্ডে চাওয়ার কারণ তুলে ধরেন। রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাডভোকেট শামসুদ্দোহা সুমন আসামিকে রিমান্ডে নেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। আসামির পক্ষে অ্যাডভোকেট মো. মাহবুবুল আলম রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে শুনানি করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত তার জামিন আবেদন নাকচ করে রিমান্ডের এ আদেশ দেন। মামলা সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ এপ্রিল রাত পৌনে আটটার দিকে রাজধানীর নিউমার্কেটের পশ্চিম পাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহনেওয়াজ ছাত্রাবাসের সামনে বটতলায় টিটনকে গুলিতে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। টিটন হত্যার ঘটনায় তার বড় ভাই খন্দকার সাঈদ আক্তার রিপন নিউমার্কেট থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, টিটন গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানার খাপুরা এলাকার বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন কারাগারে থাকার পর ২০২৪ সালের ১৩ আগস্ট আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। এরপর ঢাকার হাজারীবাগের সুলতানগঞ্জ এলাকার একটি বাসায় বসবাস শুরু করেন। এজাহারে বাদী উল্লেখ করেন, টিটন আগে পরিবারের আর্থিক ক্ষতির জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে বড় ভাইয়ের সঙ্গে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তিনি নতুন করে ব্যবসা শুরু করার চেষ্টা করছিলেন এবং একটি গরুর হাটের ইজারা (শিডিউল) কেনার কথা জানান। এজাহারে ঘটনার পেছনে গরুর হাটের ইজারা (শিডিউল) নিয়ে বিরোধকে দায়ী করা হয়। বলা হয়, এই ইজারা নিয়ে ইমামুল হাসান হেলাল (পিচ্চি হেলাল), বাদল (কিলার বাদল/কাইল্লা বাদল), শাজাহান ও রনিসহ (ভাঙ্গারি রনি) কয়েকজনের সঙ্গে টিটনের বিরোধ তৈরি হয়। ২৭ এপ্রিল টিটন তার বড় ভাইকে ফোন করে জানান, প্রতিপক্ষ তাকে ডেকেছে এবং তারা সমঝোতার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা করতে চায়। পরের দিন ২৮ এপ্রিল সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা ৫০ মিনিটে ঢাবির শাহনেওয়াজ হোস্টেলের সামনে বটতলায় পাকা সড়কে টিটনের ওপর হামলা চালানো হয়। মোটরসাইকেলে করে আসা দুইজন অস্ত্রধারী ব্যক্তি এবং তাদের সঙ্গে থাকা আরও পাঁচ থেকে সাতজনের পরিকল্পনায় টিটনকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালানো হয়। গুলিতে তার ডান কানের উপরের অংশ, বাম ভ্রুর উপরের কপাল, পিঠের বাম পাশের নিচে ও ডান পাশের উপরের অংশ, বাম হাতের কনুইয়ের উপরের সামনের দিক ও নিচের অংশ এবং বাম বগলের নিচে গুরুতর আঘাত লাগে। এতে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

দেশ ছেড়ে পালিয়েও

মোহে এখনো দেশে অগ্নিসন্ত্রাস ও নাশকতা চালাচ্ছেন। গতকাল সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এসব কথা বলেন। 'পতিত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ ও তার দোসরদের দেশব্যাপী পরিকল্পিত নৈরাজ্য ও অগ্নিসন্ত্রাসের প্রতিবাদে' অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (এ্যাব) এই সমাবেশের আয়োজন করে। ভারতে পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগ নেতাদের তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রিজভী বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের কথা বলা হয়। কিন্তু ভারতে পালিয়ে যাওয়া আওয়ামী লীগের চার নেতা বাংলাদেশ সীমান্তের পেট্রাপোলে দেশটির ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কীভাবে বৈঠক করলেন? সরকারের সবুজ সংকেত ছাড়া সরকারি কর্মকর্তারা কীভাবে পলাতক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন? এটি গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত। রুহুল কবির রিজভী বলেন, মানুষের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছেন। পালিয়ে যাওয়ার পরও তার হিংসাত্মক আচরণের কোনো পরিবর্তন হয়নি। গত ১৭ বছর ক্ষমতায় থাকতে তিনি যে নীতি প্রয়োগ করেছেন, এখনো তা-ই করছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতার চিত্র তুলে ধরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়িঘর, গাড়ি, পোশাক কারখানা ও পুলিশের স্থাপনায় আগুন দেওয়া হচ্ছে। বিদেশে পাচার করা অর্থ থেকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের (বিকাশ) মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে দেশে ঘাপটি মেরে থাকা সন্ত্রাসীদের দিয়ে এসব নাশকতা চালানো হচ্ছে। রুহুল কবির রিজভী বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে এবং গণতান্ত্রিক ও আইনি প্রক্রিয়ায় এই তাণ্ডব মোকাবিলা করছে। অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারের মতো নির্বিচার গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে না। এটাই তারেক রহমানের সঙ্গে শেখ হাসিনার পার্থক্য। তিনি আরও বলেন, শিশু, কিশোর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হত্যাকারীদের জায়গা বাংলাদেশের মাটিতে হবে না। দেশের সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নেমে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে। সমাবেশে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশের (আইইবি) সভাপতি প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ এবং নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মিয়া মোহাম্মদ কাইউমসহ প্রকৌশলী সমাজের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধ নয়, ভবিষ্যৎ চাই

হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, ইউরোপের তরুণদের আন্দোলন প্রচলিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান দাবিরই প্রতিফলন। সূত্র: আল-জাজিরা

নিরাপদ ও সময়সাশ্রয়ী

লক্ষ্য এমন একটি পরিবহনব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে মানুষ সহজে, নিরাপদে এবং কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নগরায়ণ বাড়ছে। এই উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করতে হবে। বিশেষ করে ঢাকা শহরের যানজট কমানো, গণপরিবহণের মান উন্নয়ন এবং বিভিন্ন পরিবহন সেবার মধ্যে সমন্বয় তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে পরিবহন ব্যবস্থা আরও সহজ হবে, মানুষের সময় বাঁচবে এবং ভোগান্তি কমবে। সড়ক নিরাপত্তার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। দেশের প্রতিটি সড়ক নিরাপদ করা এবং প্রতিটি মানুষকে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। সড়ক নিরাপত্তা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়। পরিবহন মালিক, চালক, যাত্রী এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করলে পরিবহন খাতে বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব। সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও সহযোগিতা দেবে। অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রযুক্তি, বিনিয়োগ ও নতুন ধারণা নিয়ে এগিয়ে আসবে। দেশের পরিবহন খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানো এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায় সরকার।

আ. লীগকে সাংবিধানিকভাবে

আইনগতভাবে সরকারি এবং বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে একমত হবে। গতকাল সোমবার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ন্যাশনাল লেবার পার্টি (এনএলপি) আয়োজিত 'আওয়ামী লীগ, পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতা ও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। আলোচনা সভায় রাশেদ খাঁন অভিযোগ করেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ার পরও আওয়ামী লীগ দেশজুড

সম্পাদকীয়

রাজধানীর নদী-খাল দূষণ

পয়োবর্জ্য শোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে

রাজধানীর স্যানিটেশন তথা পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে গত ১০ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনের তথ্য উদ্ধৃত করিয়া বৃহস্পতিবার সমকালের প্রতিবেদনে যে তথ্য তুলিয়া ধরা হইয়াছে উহা হতাশাজনক। বাসাবাড়ির ৮০ শতাংশের অধিক অপরিশোধিত বর্জ্যপানি ও পয়োবর্জ্য ঢাকার নদী-খাল ও অন্যান্য জলাশয়ে পতিত হইতেছে। ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য চূড়ান্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈয়ার হইয়াছে এবং তাহা প্রতিমুহূর্তে বর্ধমান। আরও হতাশার খবর, ঢাকার মাত্র ২০ শতাংশ বাসিন্দার পাইপের মাধ্যমে পয়োনিষ্কাশন সংযোগ রহিয়াছে। উপরন্তু তথ্যটি বহু পূর্বের বলিয়া দাবি করিতেছেন নগরবিশারদগণ। তাহাদের বক্তব্য, এই ব্যবস্থা এখন ১০ শতাংশে নামিয়াছে। উল্লেখ্য, রাজধানীতে পয়োনিষ্কাশনের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা ওয়াসার ৯৬১ কিলোমিটার পয়োনিষ্কাশন লাইন পুরান ঢাকা, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, গুলশান, বনানী, বারিধারাসহ বিভিন্ন এলাকা দিয়া বিস্তৃত হইলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক লাইন কার্যকারিতা হারাইয়াছে। কোথাও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্জ্য হাতিরঝিল, ধোলাই খালসহ বিভিন্ন জলাশয়ে পড়িতেছে। সংযোগের বাহিরে থাকা এলাকার বর্জ্যেরও বৃহৎ অংশ যাইতেছে ডোবা, নালা ও নদীতে। টয়লেটের সংখ্যা বাড়িলেই যে স্যানিটেশন নিশ্চিত হয় না, তাহা আবারও প্রমাণিত হইতেছে এই খবরে। রাজধানীর বিপুল জনগোষ্ঠীর বর্জ্য শেষ পর্যন্ত কোথায় যাইতেছে, তাহার উপর যে কোনো কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নাই এই বিষয়টিও স্পষ্ট। সর্বোপরি, উন্মুক্ত স্তানে মলত্যাগের হার কমাইয়া এতদিন বাংলাদেশ সরকার যে আত্মতৃপ্তিতে ভুগিত তাহা কার্যত ফাঁপা। দুর্ভাগ্যজনক হইল, সর্বজনীন পয়োনিষ্কাশন সেবা নিশ্চিত করিতে না পারিলেও ঢাকা ওয়াসা সেবাবঞ্চিত নাগরিকদের নিকট হইতেও পানির বিলের সহিত পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনার অর্থ আদায় করিতেছে। অর্থাৎ ওয়াসা শুধু পয়োনিষ্কাশন সেবা নিশ্চিত করিবার দায় উপেক্ষা করিতেছে না; প্রতারণার এক জলজ্যান্ত উদাহরণও সৃষ্টি করিয়াছে। এমনকি সরকারও দশকের পর দশক এই ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিতেছে। অপরিশোধিত পয়োবর্জ্য ও দূষিত পানি রোগজীবাণুর বিস্তার ঘটাইয়া ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত বিবিধ রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করিতেছে। শীতকালসহ বৎসরের উল্লেখযোগ্য সময় হাসপাতালগুলিতে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা গুনিতে হয় আমাদের। অথচ রোগ প্রতিরোধের মৌলিক শর্ত-নিরাপদ পানি, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও কার্যকর পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। আমরা জানি, ঢাকার দাশেরকান্দিতে নির্মিত পয়োশোধনাগারটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ পয়োশোধনাগার, যাহা বিপুল অর্থ ব্যয়ে নির্মিত। কিন্তু দুঃখজনক, ২০২৩ সালে চালু হইলেও প্রয়োজনীয় সংগ্রহ লাইন না থাকায় উহার পূর্ণ সক্ষমতাকে ব্যবহার করা যাইতেছে না।

উল্লেখ্য, রাজধানীতে পয়োনিষ্কাশনের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি সংস্থা ওয়াসার ৯৬১ কিলোমিটার পয়োনিষ্কাশন লাইন পুরান ঢাকা, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, গুলশান, বনানী, বারিধারাসহ বিভিন্ন এলাকা দিয়া বিস্তৃত হইলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক লাইন কার্যকারিতা হারাইয়াছে।

এই প্রকার পরিকল্পনাহীনতার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার ফলে নাগরিকেরা শুধু দুর্ভোগই পোহাইতেছে না; জনগণের কষ্টার্জিত বিপুল অর্থেরও অপচয় ঘটিতেছে। আমরা মনে করি, সমস্যাটির সমাধান জরুরি। সকলকে পয়োনিষ্কাশনের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার আওতায় আনিতে প্রয়োজনীয় পাইপলাইন বসানো, শোধনাগার নির্মাণের পাশাপাশি বর্জ্য সংগ্রহের যানবাহন, প্রশিক্ষিত জনবল, নিয়মিত পরিবহন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বাজেট এবং কঠোর তদারকি নিশ্চিত করিতে হইবে। স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বিকেন্দ্রীভূত শোধন ব্যবস্থাও গড়িয়া তোলা যায়। এই ক্ষেত্রে অনেক বিকল্প উপায়ও রহিয়াছে। টাঙ্গাইলের সখীপুর ও নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভার উদ্যোগসমূহ এস্থলে উদাহরণ হইতে পারে। সেই সকল স্থানে ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্কারে পিট ও সেপটিক ট্যাঙ্কের বর্জ্য সংগ্রহ করিয়া শোধনাগারে লওয়া হইয়া থাকে। তদুপরি, প্রক্রিয়াজাত বর্জ্য হইতে কম্পোস্ট তৈয়ার করিয়া কৃষিতে ব্যবহার করা হইতেছে। সখীপুরে উৎপাদিত কম্পোস্ট বিক্রয়ের অর্থ শোধনাগারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা হইতেছে। অর্থাৎ পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় পয়োবর্জ্য দূষণের উৎস হওয়া তো দূর স্থান, সম্পদেও পরিণত হইতে পারে। নিরাপদ স্যানিটেশনের দাবি পূরণ করিতে হইলে পয়োবর্জ্য ও পয়োপানির নিরাপদ গন্তব্য নিশ্চিত করিতে হইবে, যেখানে রাষ্ট্রকেই সার্বিক দায়িত্ব লইতে হইবে।

মজুরি বাড়ানোর আগে ব্যয়ের হিসাব কষুন

আগের এক নিবন্ধে অভিন্ন ৩২ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবির পরিবর্তে তিনটি অঞ্চলের জন্য যথাক্রমে ১৫ হাজার ২৫০, ১৪ হাজার এবং ১৩ হাজার ১২৫ টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। প্রস্তাবটি সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন উঠেছে-চীন ও ইন্দোনেশিয়া যদি তৈরি পোশাক শ্রমিকদের তুলনামূলক বেশি মজুরি দিতে পারে, তাহলে বাংলাদেশ পারবে না কেন?

এর উত্তর সহজ, কিন্তু প্রায়ই উপেক্ষিত একটি বাস্তবতার মধ্যে নিহিত। বাংলাদেশ সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বা 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে' প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না। উৎপাদন ব্যয়ের একটি অংশ মাত্র শ্রমিকের মজুরি। মজুরি পরিশোধের আগেই বাংলাদেশের কারখানাগুলোকে পণ্য ক্রেতার কাছে পৌঁছে দিতে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের এ বাস্তবতাগুলো বিবেচনায় নেওয়া জরুরি।

গভীর সমুদ্রবন্দরের অভাব : আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা : চীন, সাংহাই, শেনজেন ও নিংবোর মতো বন্দরে সরাসরি বড় আকারের মাদার ভেসেলে পণ্যভর্তি কনটেইনার জাহাজীকরণ করতে পারে। ইন্দোনেশিয়াও প্রায় একই ধরনের সুবিধা ভোগ করে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ এখনো চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর নির্ভরশীল। দেশের প্রায় ৯৮ শতাংশ কনটেইনারজাত পণ্য এ বন্দর দিয়ে পরিবাহিত হলেও এখানে সবচেয়ে বড় সমুদ্রগামী জাহাজ ভেড়ানোর সুযোগ নেই। ফলে বেশিরভাগ রপ্তানি কনটেইনার প্রথমে ফিডার জাহাজে করে সিঙ্গাপুর অথবা পোর্ট ক্লাংয়ে নিতে হয়। সেখানে বড় জাহাজে আবার স্থানান্তরের পর গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হয়। প্রতিবার অতিরিক্ত পণ্য ওঠানো-নামানোর সঙ্গে বাড়ে ব্যয়, সময়ক্ষেপণ ও ঝুঁকি।

দীর্ঘতর শিপিং সময় : তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শুধু দামই প্রতিযোগিতার নির্ধারক নয়; সঠিক সময়ে সঠিক পণ্য সরবরাহ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সমুদ্রপথে পণ্য পৌঁছাতে আনুমানিক ২৫ থেকে ৪২ দিন লাগে। অথচ চীন থেকে একই গন্তব্যে সময় লাগে ১৪ থেকে ৩০ দিন। ইউরোপের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ পিছিয়ে। প্রথমে সিঙ্গাপুর বা পোর্ট ক্লাংয়ে পণ্য স্থানান্তর, এরপর সুয়েজ খাল হয়ে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা-সব মিলিয়ে সময় বেশি লাগে। বড়দিন কিংবা গ্রীষ্মকালীন মৌসুম সামনে রেখে যেসব ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য চান, তারা অতিরিক্ত দুই থেকে তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে রাজি নন। বাংলাদেশ সময়মতো পণ্য সরবরাহে ব্যর্থ হলে ক্রয়াদেশ চলে যায় ভিয়েতনাম কিংবা ইন্দোনেশিয়ায়। প্রস্তাবিত মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, যার নির্মাণকাজ বর্তমানে প্রায় ৩০ শতাংশ সম্পন্ন এবং ২০২৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, ভবিষ্যতে এ সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে।

উচ্চতর শিপিং খরচ : ফিডার জাহাজ ও মাদার ভেসেল-দুই ধরনের জাহাজের ভাড়া এবং দ্বিগুণ পণ্য ওঠানো-নামানোর ব্যয় বহন করতে হয় বলে আন্তর্জাতিক নৌপরিবহণ ভাড়া বাড়লে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চাপে পড়ে। ২০২৬ সালের অক্টোবরে চট্টগ্রাম থেকে নিউইয়র্কে ২০ ফুট কনটেইনার পরিবহণের ভাড়া সর্বোচ্চ ১১ হাজার ৮০০ মার্কিন ডলার এবং ৪০ ফুট কনটেইনারের ভাড়া ১২ হাজার ৯০০ ডলার পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছিল। চীন ও ইন্দোনেশিয়াকে একই ধরনের ব্যয় কাঠামোর মুখোমুখি হতে হয় না।

আমাদের প্রায় সবকিছুই আমদানি করতে হয় : চীন নিজেরাই তৈরি করে কাপড়, সুতা, বোতাম, জিপার ও যন্ত্রপাতি। ইন্দোনেশিয়ারও তুলনামূলক শক্তিশালী দেশীয় টেক্সটাইল ভিত্তি আছে। বাংলাদেশকে তার ওভেন ফ্যাব্রিক, রাসায়নিক ও আনুষঙ্গিক সামগ্রীর ৮০ শতাংশের বেশি আমদানি করতে হয়। এতে শুল্ক, বন্দর খরচ, পরিবহণ ও অর্থায়নের খরচ দুই প্রান্তেই বহন করতে হয়। যেসব প্রতিযোগী দেশের উৎপাদনব্যবস্থায় কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত পণ্য তৈরি পর্যন্ত সমন্বিত সরবরাহশৃঙ্খল রয়েছে, তারা তুলনামূলক কম ব্যয়ে দ্রুত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারে। তাদের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তাও কম।

জ্বালানি অনিশ্চয়তা, উচ্চ সুদের হার ও লিড টাইম : বাংলাদেশে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিশ্চিত। চীন, ভিয়েতনাম কিংবা ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় ব্যাংক ঋণের সুদের হারও অনেক বেশি। ফলে আমদানি থেকে রপ্তানি পর্যন্ত ৯০ থেকে ১২০ দিনের উৎপাদনচক্রে প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন সংগ্রহ করতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের বাড়তি ব্যয় বহন করতে হয়। শিল্প খাতের সাম্প্রতিক এক মূল্যায়নে দেখা গেছে, ২০২১ সালের পর থেকে জ্বালানি ব্যয় ৬৫ থেকে ৭৫ শতাংশ বেড়েছে। এর ফলে মুনাফা কমেছে ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশ। গ্যাসের সংকটে উৎপাদন কমেছে ২৫ থেকে ৩০



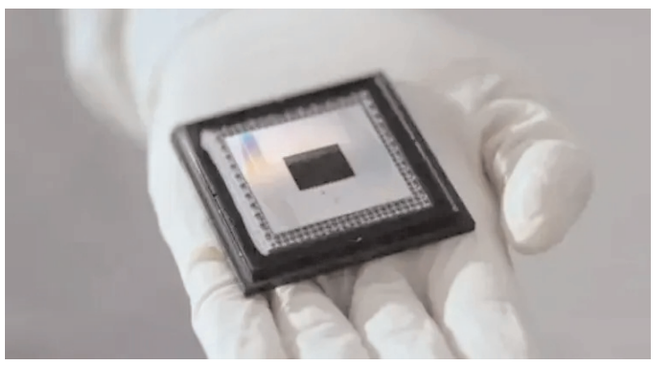
শতাংশ এবং কারখানাগুলোর ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ যন্ত্রপাতি অলস পড়ে থাকছে। এর পাশাপাশি পণ্য স্থানান্তর ও বন্দরের যানজটের কারণে উৎপাদন ও সরবরাহের সময়সীমা আরও দুই থেকে তিন সপ্তাহ বেড়ে যায়। আন্তর্জাতিক ক্রেতারা এখন কম সময়ে পণ্য সরবরাহ এবং নির্ভরযোগ্য ডেলিভারি প্রত্যাশা করেন। ফলে উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলক কম হলেও সময়মতো পণ্য দিতে না পারলে ক্রয়াদেশ হারাতে হয়।

সস্তা শ্রমই আমাদের একমাত্র অবশিষ্ট সুবিধা-এটি হারালে আমরা সব হারাব : চীনের রয়েছে গভীর সমুদ্রবন্দর, পূর্ণাঙ্গ সরবরাহশৃঙ্খল, উন্নত প্রযুক্তি, দ্রুত পণ্য সরবরাহ এবং সহজলভ্য অর্থায়নের সুবিধা। ইন্দোনেশিয়ার রয়েছে বন্দর, কাঁচামাল এবং তুলনামূলক দ্রুত পণ্য পরিবহণের সক্ষমতা। ভিয়েতনামের আছে বন্দর, বিদেশি বিনিয়োগ ও স্থিতিশীল জ্বালানি। বাংলাদেশ এসব সুবিধার কোনোটিই সমপর্যায়ে অর্জন করতে পারেনি।

আমাদের হাতে এখনো যে সুবিধাটি অবশিষ্ট রয়েছে, তা হলো তুলনামূলক কম শ্রমব্যয়। কাঠামোগত সমস্যাগুলোর সমাধান না করে হঠাৎ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হলে ক্রেতারা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলবেন-প্রতিযোগী দেশগুলো যখন উন্নত পরিবহণব্যবস্থা ও দ্রুত পণ্য সরবরাহের সুবিধা দিয়ে তুলনামূলক বেশি মজুরি দিতে পারছে, তখন তারা বাংলাদেশে ক্রয়াদেশ দেবেন কেন? এর পরিণতিতে ক্রয়াদেশ অন্য দেশে চলে যেতে পারে, কারখানার উৎপাদন সক্ষমতার ব্যবহার কমতে পারে এবং কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিদ্যুতের অনিশ্চয়তার অদৃশ্য মাশুল : চীন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের কারখানাগুলো সাধারণত স্থিতিশীল জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ সুবিধা পায়; কিন্তু বাংলাদেশের অনেক কারখানাকে এখনো লোডশেডিংয়ের মুখোমুখি হতে হয়। জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে জেনারেটরের ওপর নির্ভর করতে হয়, যার মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুতের খরচ গ্রিডের বিদ্যুতের তুলনায় দুই থেকে তিনগুণ হতে পারে। চীনে উৎপাদিত একটি শার্ট তুলনামূলক কম দামে ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের সুবিধা পায়। একই শার্ট বাংলাদেশে উৎপাদন করতে গেলে জেনারেটরের জ্বালানি ব্যয় এবং বিদ্যুৎ না থাকার কারণে উৎপাদন বন্ধের বাড়তি মাশুল যুক্ত হয়।

তিন অঞ্চলভিত্তিক মজুরিকাঠামো শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণে সহায়ক হতে পারে : সারা দেশে অভিন্ন মজুরি নির্ধারণ করা হলে অতিরিক্ত অপেক্ষাকৃত কম ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা যেতে পারে। এতে কম দামের জমি ও বাড়িভাড়ার সুবিধা কাজে লাগিয়ে উদ্যোক্তারা ঢাকার বাইরে শিল্পকারখানা স্থাপনে উৎসাহিত হবেন।

টেকসই মজুরি নির্ধারণে চাহিদা ও জোগানের বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে : শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি এবং সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। তবে মজুরিনীতি নির্ধারণের সময় কারখানাগুলো যে বাস্তবতার মধ্যে পরিচালিত হয়, সেটিও বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। যখন বেকারত্ব কম থাকে এবং শ্রমিক নিয়োগের জন্য কারখানাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা তৈরি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই মজুরি বাড়ে এবং সেই বৃদ্ধি অধিকতর টেকসই হয়; কিন্তু বাংলাদেশে এখনো বেকারত্ব ও অপ্রতুল কর্মসংস্থানের সমস্যা রয়েছে। একই সময়ে কারখানাগুলো উচ্চ পরিবহণ ব্যয়, জ্বালানি সংকট ও অর্থায়নের বাড়তি খরচ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। এ অবস্থায় হঠাৎ করে সবার জন্য অভিন্ন ৩২ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হলে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা অনেক কারখানা উৎপাদন কমাতে কিংবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হতে পারে। তাতে যে শ্রমিকদের কল্যাণের কথা ভেবে মজুরি বাড়ানোর উদ্যোগ, শেষ পর্যন্ত তারাই কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকিতে পড়বেন। সোনার ডিম পাড়া হাঁসটিকে মেরে ফেলবেন না : বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ খাত থেকে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আসে এবং জিডিপিতে এর অবদান প্রায় ১০ শতাংশ। এ শিল্পের সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দামে পণ্য সরবরাহের সক্ষমতা। মজুরি যদি এমন পর্যায়ে বাড়ানো হয়, যাতে পণ্য উৎপাদন ও ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার সামগ্রিক ব্যয় প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারায়, তাহলে ক্রেতারা দ্রুত অন্য দেশে চলে যাবেন। এ বাস্তবতা উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের উচিত শুধু মজুরির অঙ্কের দিকে না তাকিয়ে বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার সামগ্রিক ব্যয় পর্যালোচনা করা। শ্রমিকদের প্রতি ন্যায়বিচার এবং দেশের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ-এ দুটি পরস্পরবিরোধী বিষয় নয়; বরং প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ও উৎপাদন ব্যয়ের বাস্তবতা উপেক্ষা করে মজুরিনীতি নির্ধারণ করা হলে যে কর্মসংস্থান ও শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা সুরক্ষার উদ্দেশ্যে এ নীতি নেওয়া হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তা-ই হুমকির মুখে পড়তে পারে।



প্রচলিত কম্পিউটারের সীমা ভাঙলো গুগলের কোয়ান্টাম চিপ

তথ্য প্রযুক্তি ডেস্ক :

প্রচলিত কম্পিউটারের পক্ষে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সাফল্যের সীমা ছাড়িয়ে একটি গাণিতিক সমস্যা পরীক্ষায় সাফল্য দেখিয়েছে গুগলের কোয়ান্টাম প্রসেসর 'উইলো'। বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী সায়েন্স-এ প্রকাশিত গবেষণায় গুগল জানিয়েছে, পরীক্ষায় তাদের কোয়ান্টাম প্রসেসর ৯৮ দশমিক ৩ শতাংশ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। একই পরীক্ষায় প্রচলিত কৌশলে সর্বোচ্চ ৮৮ দশমিক ৯ শতাংশ সাফল্য অর্জন সম্ভব। পরীক্ষাটির মাধ্যমে কোয়ান্টাম কনটেক্সচুয়ালিটি বা পরিপ্রেক্ষিতনির্ভরতার বিষয়টি যাচাই করা হয়েছে। এ ধারণা অনুযায়ী, কোনো কোয়ান্টাম ব্যবস্থার পরিমাপের ফলাফল শুধু নির্দিষ্ট একটি পরিমাপের ওপর নির্ভর করে না; একই সঙ্গে অন্য কী কী বিষয় পরিমাপ করা হচ্ছে, তার ওপরও ফলাফল পরিবর্তিত হতে পারে। গুগলের গবেষকেরা ব্যাখ্যা করেছেন, সম্ভাব্য সব পরিমাপের ফলাফল আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে রাখা যায় না। অর্থাৎ কোয়ান্টাম ব্যবস্থার আচরণকে সাধারণ কম্পিউটারের মতো আগে থেকে নির্ধারিত একটি তালিকা দিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে এই ফলাফলকে গুগলের বাণিজ্যিক কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরির প্রমাণ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। পরীক্ষায় ৯৮ দশমিক ৩ শতাংশ সাফল্য এসেছে মাত্র চারটি কিউবিট ব্যবহার করে। কিউবিট হলো কোয়ান্টাম কম্পিউটারের তথ্যের মৌলিক একক। আর ১০৫ কিউবিট ব্যবহার করে পরিচালিত পরীক্ষাটি ছিল ভিন্ন ও তুলনামূলকভাবে সীমিত একটি গাণিতিক সমস্যা।

ম্যাজিক স্কয়ার পরীক্ষায় সাফল্য :

গবেষণার প্রথম পরীক্ষায় 'মারমিন-পেরেস ম্যাজিক স্কয়ার' নামে পরিচিত একটি সমন্বয় খেলা ব্যবহার করা হয়। এতে দুই খেলোয়াড়কে যোগাযোগ না করে একটি তিন বাই তিন ঘরের ছকের নির্দিষ্ট অংশ পূরণ করতে হয়। ছকের সারি ও কলামের জন্য দেওয়া নিয়মগুলো পরস্পরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় প্রচলিত পদ্ধতিতে সব শর্ত একসঙ্গে পূরণ করা সম্ভব নয়। প্রচলিত কোনো পূর্বনির্ধারিত কৌশলে নয়টির মধ্যে সর্বোচ্চ আটটি ক্ষেত্রে সঠিক ফল দেওয়া সম্ভব, অর্থাৎ সাফল্যের হার ৮৮ দশমিক ৯ শতাংশ। অন্যদিকে জটিলভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত কিউবিট তাত্ত্বিকভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সঠিক ফল দিতে পারে। গুগলের গবেষকদের দাবি, ৯ লাখ পরীক্ষায় তাদের বাস্তব কোয়ান্টাম প্রসেসর ৯৮ দশমিক ৩ শতাংশ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। গবেষকদের ভাষায়, তাদের কিউবিটগুলো এমনভাবে সমন্বয় করেছে, যা আগে থেকে লিখে রাখা কোনো প্রচলিত কৌশল দিয়ে সম্ভব নয়। তবে হার্ডওয়্যারের অনিবার্য ত্রুটির কারণে ফলাফল তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশে পৌঁছায়নি।

কিউবিটের প্রেক্ষিতনির্ভরতা ও যাচাই :

গবেষণায় কনটেক্সচুয়ালিটিও পরিমাপ করা হয়েছে। আগে থেকেই ফল নির্ধারিত-এমন কোনো প্রচলিত মডেলে সর্বোচ্চ স্কোর ৪ হতে পারে। কোয়ান্টাম তত্ত্বে এই স্কোর ৬ পর্যন্ত যেতে পারে। গুগলের উইলো প্রসেসর এ পরীক্ষায় ৫ দশমিক ৫৯০ স্কোর করেছে। গবেষণায় এ ফলাফলের অনিশ্চয়তা শূন্য দশমিক ০০৮ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭১ কিউবিটের সমন্বয় পরীক্ষাও :

গবেষকেরা আরও একটি জিএইচজেড সমতা পরীক্ষা চালিয়েছেন। এতে সর্বোচ্চ ৭১টি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত কিউবিট ব্যবহার করে সমন্বিতভাবে বাইনারি উত্তর দেওয়ার পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় প্রচলিত কম্পিউটারের সর্বোচ্চ সাফল্যের হারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে প্রচলিত পদ্ধতির সাফল্যের হার প্রায় ৫০ শতাংশের দিকে নেমে আসে। গুগলের দাবি, হার্ডওয়্যারের ত্রুটি জমতে থাকা সত্ত্বেও তাদের কোয়ান্টাম প্রসেসর পরীক্ষাগুলোতে এই সীমার ওপরে ছিল।

দেশীয় বিনিয়োগেই হোক নিজস্ব এআই অবকাঠামো

বাংলাদেশের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও সাইবার নিরাপত্তা খাতের উন্নয়নে বিদেশি ঋণের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন আছে কি? আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশেই রয়েছে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, টেলিযোগাযোগ অপারেটর, স্থানীয় ক্লাউড সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ডেটা সেন্টার, সফটওয়্যার কোম্পানি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং হাজার হাজার দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী। প্রয়োজন শুধু সমন্বিত উদ্যোগ, সঠিক নেতৃত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ পরিকল্পনা।

সম্প্রতি বাংলা ভাষাভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সাইবার নিরাপত্তা উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে প্রায় ২৫ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ নেওয়ার উদ্যোগের খবর সামনে এসেছে। প্রশ্ন হলো, এ অর্থের একটি বড় অংশ কি আমরা নিজেরাই দেশীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারি না?

পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়ন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগ গড়ে তোলা সম্ভব। এ বিষয়ে সাতটি প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে।

১. জাতীয় এআই ও সাইবার নিরাপত্তা কনসোর্টিয়াম গঠন

বাংলাদেশের স্থানীয় ক্লাউড সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ডেটা সেন্টার পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান, সফটওয়্যার কোম্পানি, ইন্টারনেট সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে একটি জাতীয় কনসোর্টিয়াম গঠন করা যেতে পারে। এ উদ্যোগে ক্লাউড কোম্পানিগুলো সরবরাহ করবে কম্পিউটিং ক্ষমতা, তথ্য সংরক্ষণ ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো। ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠানগুলো দেবে সার্ভার ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা। সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো তৈরি করবে বাংলা ভাষাভিত্তিক এআই মডেল ও বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন। সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলো নিশ্চিত করবে ডিজিটাল তথ্য ও অবকাঠামোর নিরাপত্তা। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করবে এআই গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি উন্নয়ন নিয়ে।

২. দেশীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন বন্ড চালু

সরকারের অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার নীতিমালা অনুসরণ করে জাতীয় এআই ও সাইবার নিরাপত্তা উন্নয়ন বন্ড চালু করা যেতে পারে। এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানি, বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ তহবিল এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিকভাবে ১ হাজার কোটি টাকার একটি প্রযুক্তি উন্নয়ন বন্ড ইস্যু করা যেতে পারে।

এটি অনুদান নয়, বরং ফেরতযোগ্য বিনিয়োগ। তাই এর মেয়াদ, মুনাফা, ঝুঁকি, অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং পরিশোধ কাঠামো হতে হবে পুরোপুরি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক।

৩. শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও করপোরেট বিনিয়োগ তহবিল

টেলিযোগাযোগ, ব্যাংক, তৈরি পোশাকশিল্প, উৎপাদনশিল্প, ই-কমার্স এবং বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এ উদ্যোগে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

৪. জাতীয় এআই উন্নয়ন তহবিল গঠন

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে একটি জাতীয় এআই উন্নয়ন তহবিল গঠন করা যেতে পারে। এ তহবিলের অর্থ ব্যবহারের খাতগুলো হবে : নিজস্ব বাংলা ভাষাভিত্তিক এআই মডেল তৈরি; বাংলা ভাষার ডিজিটাল তথ্যভান্ডার উন্নয়ন; কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে এআই প্রযুক্তির প্রয়োগ; এআই স্টার্টআপ ও গবেষণায় অর্থায়ন; সাইবার নিরাপত্তা গবেষণা ও সাইবার হুমকি মোকাবিলার সক্ষমতা বাড়ানো; এআই প্রশিক্ষণ ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি।

৫. সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে অবকাঠামো তৈরি

সরকার জমি, নীতিগত সহায়তা, প্রয়োজনীয় অনুমোদন এবং দীর্ঘমেয়াদি সেবা ক্রয়ের নিশ্চয়তা দিতে পারে। অন্যদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ, প্রযুক্তি সরবরাহ ও পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারে।

এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে গড়ে তোলা সম্ভব-জাতীয় এআই ডেটা সেন্টার। আঞ্চলিক ক্লাউড অবকাঠামো। জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা পরিচালনা কেন্দ্র। এআই গবেষণা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র। প্রযুক্তি গ্রাম বা প্রযুক্তি উন্নয়ন অঞ্চল।

৬. আগাম সেবা ক্রয়ের প্রতিশ্রুতিভিত্তিক বিনিয়োগ



রাজস্থান রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসরা ও টিকারাম জুলি পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজয় উদ্‌যাপন করছেন **ছবি : এএনআই**

রাজস্থানে পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেসের বাজিমাত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ভারতের রাজস্থানে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ- তিন স্তরেই দলটিকে পেছনে ফেলে বড় জয় পেয়েছে বিরোধী দল কংগ্রেস। এ ফলকে রাজ্যের গ্রামীণ জনপদে বিজেপির প্রতি মানুষের অনাস্থার প্রতিফলন হিসেবে দেখছে কংগ্রেস।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেছে, রাজ্যের ৪১টি জেলা পরিষদের অধিকাংশতেই আধিপত্য বিস্তার করেছে কংগ্রেস। চারটি জেলার ভোট গণনা স্থগিত রয়েছে। জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনসংখ্যায় বিজেপির চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। গত নির্বাচনের তুলনায় এবার তিন স্তরেই বিজেপির আসন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

এ নির্বাচনে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। তার নিজের নির্বাচনী এলাকা সাঙ্গানের পঞ্চায়েত সমিতিতে বিজেপি তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে। সেখানে জয় পেয়েছে আঞ্চলিক দল রাষ্ট্রীয় লোকতান্ত্রিক পার্টি (আরএলপি)। মুখ্যমন্ত্রীর নিজ জেলা ভরতপুরের ৩১টি জেলা পরিষদ আসনের মধ্যে ২১ থেকে ২২টি আসন পেয়েছে কংগ্রেস।

জয়পুর জেলার ফাগি পঞ্চায়েত সমিতিতেও বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে। সেখানকার ১৫টি আসনের একটিতেও জয় পায়নি দলটি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাবেক ক্রীড়াবিদ রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোরের নির্বাচনী এলাকার পঞ্চায়েত সমিতিতেও প্রায় সব আসনে জয় পেয়ে বোর্ড গঠন করেছে কংগ্রেস। সেখানে বিজেপি পেয়েছে মাত্র একটি আসন।

রাজ্যের নগরোন্নয়নমন্ত্রী ঝাবর সিং খররার পরিবারের সদস্যরাও নির্বাচনে সুবিধা করতে পারেননি। তার স্ত্রী ও ছেলেসহ পরিবারের চার সদস্য প্রার্থী হয়েও পরাজিত হয়েছেন।

নির্বাচনে বড় জয়ের পর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। দলটির সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল বলেন, রাজস্থানের ফলাফলে বিজেপি বুঝতে পারছে, গ্রামীণ ভারতের মানুষ কতটা ক্ষুব্ধ। কর্মসংস্থানের অভাব, আয় কমে যাওয়া, কৃষকদের বঞ্চনা ও লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ বিপর্যস্ত।

ব্যালটের মাধ্যমে তারা সেই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কংগ্রেসের প্রতি মানুষের আস্থা আবার ফিরছে। অন্যদিকে, নির্বাচনের ফলাফলকে জনগণের রায় হিসেবে মেনে নিয়েছেন রাজস্থান বিজেপির সভাপতি মদন রাঠোর। দলের কোথায় ঘাটতি ছিল, তা পর্যালোচনা করার কথা জানিয়েছেন তিনি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৮ সালে রাজস্থানে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এ ফল বিজেপির জন্য বড় সতর্কবার্তা। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বাধীন দলের জন্য গ্রামীণ ভোটারদের এই অবস্থান রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

এর আগে নাগপুর, পাটনা, দ্বারভাঙা ও লখনউয়ের মতো শহরে বিধান পরিষদ নির্বাচনে শিক্ষক ও স্নাতক ভোটারদের সমর্থন হারিয়েছিল বিজেপি। সে সময় উত্তরপ্রদেশে এনডিএর শরিক দল ও মন্ত্রী ওমপ্রকাশ রাজভড় মন্তব্য করেছিলেন, শিক্ষিত ভোটাররা ভোট দেওয়ায় এনডিএ প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছেন। রাজস্থানের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল গ্রামীণ ভোটারদের মধ্যেও বিজেপির জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করেছে। উল্লেখ্য, রাজস্থানের গত বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রভাবশালী বিজেপি নেত্রী ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াকে অনেকটা কোণঠাসা করে তুলনামূলক কম পরিচিত নেতা ভজনলাল শর্মাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। তার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম বড় নির্বাচনী পরীক্ষায় বিজেপির এই বিপর্যয় দলটির জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ধাক্কা কাটিয়ে বিজেপি কীভাবে ঘুরে দাঁড়ায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

ইরানের ‘মিসাইল সিটির’ ভিডিও প্রকাশ

দীর্ঘ সুড়ঙ্গে শত শত ক্ষেপণাস্ত্র

ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) সম্প্রতি তাদের মিসাইল সিটির (ক্ষেপণাস্ত্র শহর) একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। এটি সম্প্রতি ধারণ করা কি না, তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে এই প্রথমবারের মতো ভিডিওটিতে আইআরজিসির কমান্ডার আহমাদ ওয়াহিদিকে দেখা গেছে। এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন আইআরজিসি অ্যারোস্পেস ফোর্সের কমান্ডার মজিদ মুসাভি।

এরপর ভিডিওটিতে দেখা যায় কিলোমিটারের পর কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ, শত শত ক্ষেপণাস্ত্র ও লঞ্চার, যার মধ্যে ডাবল লঞ্চার এবং অন্যান্য প্রযুক্তিও রয়েছে। আইআরজিসি বহির্বিশ্বকে এই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে যে তাদের গোলাবারুদের কোনো ঘাটতি নেই; তাদের কাছে পর্যাপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র ও লঞ্চার রয়েছে। যুদ্ধ যদি আবার শুরু হয়, তবে তারা এই সক্ষমতাগুলো কাজে লাগাবে।

এটি তাদের প্রচারণার (প্রোপাগান্ডা) একটি অংশ হতে পারে; তবে এর মাধ্যমে ইরান নিজেদের সামরিক শক্তি প্রদর্শন করছে এবং প্রতিরোধ সক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করছে। এমন সময় এই ভিডিও সামনে আনা হলো যখন ইরানের নতুন করে মার্কিন হামলার আশঙ্কা জোরদার হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছে মার্কিন দুই রণতরি। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। জবাবে



ইরান নিজেদের ক্ষেপণাস্ত্রের ভান্ডার দেখিয়ে নিজেদের প্রতিরোধ সক্ষমতার কথা যুক্তরাষ্ট্রইসরায়েলকে জানান দিতে চায়

ইরানও ইসরায়েল হামলা চালায়। পাশাপাশি উপসাগরীয় দেশগুলোতে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো হামলার লক্ষ্যবস্তু বানায় তেহরান। এ ছাড়া বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের পথ হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়। যার জের ধরে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দামে অস্থিরতা এখনো চলছে।

যুদ্ধ শুরুর প্রায় ৯ মাস হয়ে গেলেও তা বন্ধের সুস্পষ্ট কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যদিও পাকিস্তান, কাতার ও তুরস্ক স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই যুদ্ধের জেরে ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মার্কিন কংগ্রেসের দুই কক্ষে সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টি।

জাপানে ভারী তুষারপাত, পর্যটকসহ আটকা ১৫০০ মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

জাপানের ফুকুশিমা প্রদেশে ভারী তুষারপাতের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে প্রায় ১ হাজার ৫০০ মানুষ আটকা পড়েছেন। তুষারের চাপে গাছ উপড়ে সড়কের ওপর পড়ে থাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। একই সঙ্গে বিদ্যুতের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়েছে প্রায় ৭০০ পরিবার। গতকাল শনিবার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে কিয়োদো নিউজ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফুকুশিমা প্রদেশের কিতাশিওবারা গ্রামের উরাবান্দাই এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। আটকে পড়াদের মধ্যে প্রায় ৯০০ জন স্থানীয় বাসিন্দা।

শীতে জ্বালানি অবকাঠামোয় হামলা বন্ধে রাশিয়াকে অনুরোধ ৪ দেশের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

শীত আসছে, বাড়ছে জ্বালানি নিয়ে উদ্বেগ। এসময় ইউক্রেনের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অবকাঠামোয় হামলা বন্ধ রাখতে রাশিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে চার দেশ। শীতজুড়ে এ ধরনের হামলা বন্ধে একটি যুদ্ধবিরতি চায় জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও ইউক্রেন। গত বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) জার্মানির বার্লিনে ‘কোয়ালিশন অব দ্য উইলিং’ সম্মেলন শেষে দেওয়া এক যৌথ বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানো হয়।

দেশ চারটির নেতারা বলেছেন, যুদ্ধ বন্ধের পথে প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে শীতকালজুড়ে জ্বালানি খাতে হামলা বন্ধ রাখা। বিবৃতিতে কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি নির্বিঘ্ন রাখতেও যুদ্ধবিরতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নেতারা বলেছেন, বিশ্বে খাদ্যনিরাপত্তা বজায় রাখতে কৃষ্ণসাগরে নিরাপদ চলাচল ও নৌপরিবহনের স্বাধীনতা জরুরি। তাই ওই অঞ্চল থেকে খাদ্য রপ্তানি চালু রাখতে আলাদা যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা। জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্জের আয়োজনে সম্মেলনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত জ্যারেড কুশনার ও স্টিভ উইটকফ অংশ নেন। একই সঙ্গে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহামসহ প্রায় ৪০টি দেশের নেতারাও সম্মেলনে যোগ দেন। চার দেশের নেতারা ইউক্রেনকে আগের মতোই সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক, আর্থিক ও বেসামরিক সহায়তা রয়েছে। এসময় শীতের আগে ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার ওপরও জোর দিয়েছেন নেতারা। বিশেষ করে, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে সক্ষম প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বাড়ানোকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা। বেসামরিক মানুষ ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো রক্ষায় তৃতীয় দেশগুলোর সঙ্গে মিলে ইউক্রেনকে আরও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তারা।

ফিচার

শীতে ঠান্ডা পানি পান করেন? জেনে নিন কী হয়

ফিচার ডেস্ক

শীতকালে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস আরও বেশি আরাম এবং উষ্ণতার দিকে চলে যায়। গরম পানীয় ভালো লাগে, অন্যদিকে ঠান্ডা পানীয় সাধারণত এড়িয়ে চলি এই সময়ে। তবে কেউ কেউ আছেন যারা শীতেও ঠান্ডা পানি পান করতে চান কারণ এটি তাদের অভ্যাস অথবা তারা এটি পছন্দ করেন। এখন অনেকের মনেই প্রশ্ন আসতে পারে যে শীতকালে ঠান্ডা পানি পান করা নিরাপদ কি না, অথবা এর কোনো নেতিবাচক স্বাস্থ্যগত প্রভাব আছে কি না।

শীতকালে হাইড্রেশন কেন গুরুত্বপূর্ণ

শীতকালে শরীরের তৃষ্ণার সংকেত হ্রাস পায়, যার ফলে মানুষ অজান্তেই কম পানি পান করে। তবে শুষ্ক বাতাস, ঘরের গরম এবং কম তরল গ্রহণের কারণে ডিহাইড্রেশন হতে পারে। পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি হজম, রক্ত সঞ্চালন, জয়েন্টের তৈলাক্তকরণ, ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং সামগ্রিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে, যা ঋতু-নির্ভর নয়।

শীতকালে ঠান্ডা পানি পান করা কি খারাপ?

বেশিরভাগ সুস্থ মানুষের জন্য, শীতকালে ঠান্ডা পানি পান করা কোনো সমস্যাজনক অভ্যাস নয়। মাঝারি ঠান্ডা পানি পান করলে সাধারণত গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয় না কারণ শরীর তার অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা খুব ভালোভাবে সামঞ্জস্য এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

তবে ঠান্ডা পানি কখনও কখনও সাময়িক অস্বস্তি বয়ে আনতে পারে। এর ফলে গলা জ্বালা, কাশি বা বুকে টান অনুভব হতে পারে, বিশেষ করে যাদের সহজে সর্দি লাগে, সাইনাসের সমস্যা থাকে, অথবা যাদের গলা সংবেদনশীল, তাদের ক্ষেত্রে। এই কারণেই কেউ কেউ শীতকালে খুব



ঠান্ডা পানি পান করার পরে অস্বস্তি বোধ করে, অনেকের ক্ষেত্রে হালকা কাশি শুরু হয়।

হজম এবং শরীরের তাপমাত্রার ওপর ঠান্ডা পানির প্রভাব

ঠান্ডা পানি পান করার কারণে হজম ধীর হতে পারে কারণ শরীরকে প্রথমে এটি গরম করার জন্য অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করতে হয় এবং তারপরে হজম শুরু হয়। কারও কারও ক্ষেত্রে এটি পেটফাঁপা, গ্যাস বা অস্বস্তির অনুভূতি আনতে পারে।

শীতকালে শরীরকে ভেতরটা উষ্ণ রাখার জন্য আরও বেশি প্রচেষ্টা করতে হয়। ঘন ঘন বরফ-ঠান্ডা পানি পান করলে শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা কমে যেতে পারে এবং রক্ত প্রবাহের ওপরও প্রভাব পড়তে পারে, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের বা যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের ক্ষেত্রে। ঠান্ডা পানি পানের ফলে যদি কেউ জয়েন্টে ব্যথা, আর্থ্রাইটিস বা শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তাহলে তার শরীরে শক্ত হয়ে যেতে পারে বা ব্যথা বেড়ে যেতে পারে।

কাদের বেশি সতর্ক থাকা উচিত?

যদিও মাঝে মাঝে অনেকের জন্য ঠান্ডা পানি গ্রহণযোগ্য, তবুও কারও কারও আরও সতর্ক থাকা উচিত। এর মধ্যে রয়েছে-

* বয়স্ক ব্যক্তি
* যাদের সর্দি, সাইনাসের সমস্যা বা গলা ব্যথা আছে
* বাত বা জয়েন্টে ব্যথা আছে
* হাঁপানি এবং অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের রোগী
* সংবেদনশীল হজমশক্তি আছে।

এই ব্যক্তিদের জন্য, ঘরের তাপমাত্রায় বা হালকা গরম পানি পান করা আরও উপকারী হতে পারে কারণ এটি অস্বস্তি কমাবে এবং তাদের সুস্থতায়ও অবদান রাখবে।



সফল মানুষেরা প্রতিদিন যে ৫ কাজ করেন

ফিচার ডেস্ক

সফলতার জন্য সবচেয়ে বেশি কী প্রয়োজন জানেন? একাগ্রতা। লেগে থাকা। আপনার ছোট ছোট, দৈনন্দিন অভ্যাসই একসময় আপনাকে সফল করে তুলবে। জীবনে সফল হওয়ার জন্য কিছু অভ্যাস আপনাকে মেনে চলতেই হবে। আপনি যদি সফল ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনা করেন তবে দেখতে পাবেন যে তাদের প্রত্যেকেরই সেই অভ্যাসগুলো ছিল। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠুন

পৃথিবী ঘুম থেকে ওঠার আগে আপনার সকালকে নিজের করে নিন, এটি জাদুকরী পরিবর্তন আনে। প্রতিদিন ভোর ৫টায় ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করা উচিত। এটি এন্ডোরফিন বৃদ্ধি করে, মনোযোগ তীক্ষ্ণ করে এবং সময়সূচীতে অপ্রতিরোধ্য গতি সেট করে। বিজ্ঞানও এটিকে সমর্থন করে: ভোরে ঘুম থেকে ওঠার ফলে কর্টিসল কম থাকে এবং মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ইউঘঋ বেশি থাকে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লক্ষ্য করবেন আপনার শক্তি বৃদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চাপ কমে অনেকটাই কমে গিয়েছে।

প্রতিদিন এক ঘণ্টা পড়ুন

প্রতিদিন কমপক্ষে এক ঘণ্টা পড়ুন। এটি আপনার চিন্তাভাবনাকে নতুন করে সাজাতে, সৃজনশীলতাকে জাগিয়ে তুলতে এবং শব্দভান্ডার তৈরি করতে সাহায্য করবে। পড়ার অভ্যাস মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে এবং এটি একজনের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে। অযৌক্তিক সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং বা টিভি দেখা ছেড়ে দিন এবং সেই সময়টি জীবনী, দর্শন, কল্পকাহিনী বা সহায়ক কোনো বই পড়ার জন্য ব্যবহার করুন যা আপনার মনকে তীক্ষ্ণ করবে। ওয়ারেন বাফেট প্রতিদিন ৫০০ পৃষ্ঠা পড়েন; বিল গেটস একজন আগ্রহী পাঠক হিসেবেও পরিচিত।

নিয়ন্ত্রণের বাইরের জিনিস নিয়ে চিন্তা করবেন না

অযথা চিন্তা শক্তি এবং সময় নষ্ট করে। আপনার শক্তি আপনার কাজ এবং মনোভাবের উপর কেন্দ্রীভূত করুন। কোনোকিছু আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তা গ্রহণ করুন এবং সেই অনুযায়ী মানিয়ে নিন। চাপ কমাতে ধ্যান এবং জার্নালিংয়ের মতো অভ্যাসের চর্চা করুন যা কেবল আপনার মনকে শিথিল করবে না, বরং চিন্তাভাবনাকেও স্পষ্ট করবে। সফল মানুষেরা বিশৃঙ্খলা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নিজের কাজে মনোযোগী থাকেন।

প্রতি সপ্তাহে একটি দিন ফোন ছাড়া কাটান

ডিজিটাল ডিটক্স ডে হলো নিজের কাছে ফিরে আসা। সপ্তাহে অন্তত একদিন ফোন ছাড়া থাকা উচিত এবং পরিবর্তে সেই সময়টি পরিবার, প্রকৃতির সঙ্গে বা শখের জন্য ব্যয় করা উচিত। ক্রমাগত ডিজিটাল সংযোগ এবং ফোনের বিজ্ঞপ্তিগুলো নীরবে মনের শান্তি কেড়ে নেয়। তাই জীবন, প্রিয়জন এবং আপনার প্রকৃত স্বভাবের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে সপ্তাহে অন্তত একদিন ফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে ভুলবেন না।

আপনার পরিচিত সবচেয়ে দয়ালু ব্যক্তি হোন

দয়া কোনো দুর্বলতা নয়, এটি একটি নেতৃত্বের দক্ষতা।

এমনকী কারো জন্য দরজা ধরে রাখা, গভীরভাবে অন্যের কথা মন দিয়ে শোনা বা অন্যদের সাহায্য করার মতো ছোট ছোট কাজগুলোও গভীর প্রভাব ফেলতে পারে, এটি অক্সিটোসিন নিঃসরণ করে, যার ফলে আমাদের হৃদয় খুশি বোধ করে। তাই প্রতিদিন অন্তত একটি কাজ করুন, যার মাধ্যমে অন্যের জন্য আপনার ভালোবাসা এবং মায়া প্রকাশ পায়।

খোসাসহ পেয়ারা খাওয়া কি উপকারী?

ফিচার ডেস্ক

পেয়ারা হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় ফলের মধ্যে একটি। টক-মিষ্টি স্বাদের জন্য এটি দিয়ে জুস, জ্যাম, স্মুদি ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। সেইসঙ্গে এটি কাঁচাও খাওয়া যায়। পুষ্টিগুণে ভরপুর পেয়ারা একটি সুপারফ্রুট হিসেবে সমাদৃত যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং হজমে সহায়তা করে। কিন্তু পেয়ারা খাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় একটি প্রশ্ন জাগে, খোসা সহ খাওয়া উচিত নাকি ছাড়া? পেয়ারার খোসা অতিরিক্ত উপকারিতা যোগ করে নাকি স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি করে? বিশেষজ্ঞদের মতে, খোসাসহ পেয়ারা খেলে পটাসিয়াম, জিঙ্ক এবং ভিটামিন সি এর মতো অতিরিক্ত মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাওয়া যায়, যা ত্বকের গঠন এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে। তবে যদি আপনার উচ্চ কোলেস্টেরল বা ডায়াবেটিস থাকে, তাহলে খোসা এড়িয়ে চলাই ভালো। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পেয়ারা খোসাসহ খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা এবং লিপিড প্রোফাইল খারাপ হতে পারে। তাই যাদের রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি বা কোলেস্টেরল বেশি, তাদের জন্য খোসা ছাড়া পেয়ারা নিরাপদ। জেনে নিন পেয়ারার কিছু উপকারিতা সম্পর্কে-



১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন সি সমৃদ্ধ

পেয়ারা ভিটামিন সি এর অন্যতম সমৃদ্ধ উৎস, এমনকী কমলাকেও ছাড়িয়ে যায়। এই শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে, সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সাধারণ সর্দি-কাশি প্রতিরোধে সাহায্য করে। একটি মাত্র পেয়ারা আপনার প্রতিদিনের ভিটামিন সি এর চাহিদার চেয়েও বেশি সরবরাহ করতে পারে।

২. উন্নত হজমের জন্য উচ্চ ফাইবার

ডায়েটারি ফাইবার সমৃদ্ধ পেয়ারা স্বাস্থ্যকর হজমে সহায়তা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। ফাইবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণকারীদের জন্য পেয়ারাকে একটি চমৎকার পছন্দ, বিশেষ করে যখন খোসা ছাড়া খাওয়া হয়।

৩. ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ

পেয়ারায় লাইকোপিন এবং ভিটামিন এ এর মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং বার্ধক্য কমিয়ে দেয়। নিয়মিত পেয়ারা খেলে তা ত্বকের গঠন উন্নত করে এবং প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা দেয়, যা এটিকে একটি সৌন্দর্য-বান্ধব ফল করে তোলে।

৪. হৃদযন্ত্রের জন্য সহায়ক

পেয়ারায় থাকা পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম রক্তচাপ সুস্থ রাখতে এবং হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে। জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত পেয়ারা খেলে তা রক্তচাপ হ্রাস করে এবং লিপিড প্রোফাইল উন্নত করে।

রাতে ঘুম ভেঙে প্রস্রাবের চাপ? জেনে নিন কারণ

ফিচার ডেস্ক

গভীর ঘুম থেকে উঠে তাড়াহুড়ো করে বাথরুমে যাওয়াটাকে আপনার সাধারণ ঘটনা মনে হতে পারে, যতক্ষণ না এটি রাতের পর রাত ঘটতে থাকে। যদি আপনাকে প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে প্রস্রাব করার জন্য উঠে পড়তে হয়, তাহলে আপনি সম্ভবত নক্টুরিয়া নামে পরিচিত একটি সমস্যায় ভুগছেন। বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে এটি আপনার শরীরের একটি স্বাস্থ্য সমস্যার সংকেত হতে পারে, যা খুব স্পষ্ট নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, নক্টুরিয়া কেবল ঘুমের মতো ব্যাঘাতই ঘটায় না, এটি প্রতিদিনের অভ্যাস, হরমোনের পরিবর্তন বা চিকিৎসাগত অবস্থারও প্রকাশ করে, যার জন্য এদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। আপনাকে যদি নিয়মিত রাতের বেলা প্রস্রাবের জন্য জাগতে হয়, তাহলে তার পেছনে এই কারণগুলো থাকতে পারে-

১. সন্ধ্যায় তরল গ্রহণ

নক্টুরিয়ার সবচেয়ে সাধারণ এবং উপেক্ষিত কারণের মধ্যে একটি হলো ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত তরল গ্রহণ। রাতে প্রচুর পানি, চা, কফি বা অ্যালকোহল গ্রহণ করলে রাতে মূত্রাশয়ে অতিরিক্ত চাপের কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অ্যালকোহল এবং ক্যাফেইন বিশেষ করে প্রস্রাব উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ঘুমের চক্র ভেঙে ফেলার জন্য দায়ী, কারণ এগুলোর মূত্রবর্ধক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

২. বয়স-সম্পর্কিত মূত্রাশয়ের পরিবর্তন

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মূত্রাশয়ের প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। একইভাবে হরমোনের পরিবর্তনগুলোও রাতের বেলা শরীর পানির ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়টিকে প্রভাবিত করে। ফলস্বরূপ, স্বাভাবিক প্রস্রাবের পরিমাণও অতিরিক্ত বলে মনে হতে পারে, যার ফলে রাতে বেশ কয়েকবার টয়লেটে যেতে হয়, যা বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে প্রচলিত।

৩. ডায়াবেটিস বা মূত্রনালীর সমস্যার জন্য সতর্কতা চিহ্ন

রাতের বেলায় বেশ কয়েকবার প্রস্রাব হওয়া ডায়াবেটিস মেলিটাসের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যেখানে রক্তে উচ্চ গ্লুকোজ প্রস্রাবের জন্য আরও পানিকে প্রস্রাবে পরিণত করে। এছাড়াও মূত্রনালীর সংক্রমণ (UTI) বা মূত্রাশয়ের প্রদাহ ঘন ঘন প্রস্রাবের তাগিদ সৃষ্টি করতে পারে, এমনকী যদি মূত্রাশয় পূর্ণ না-ও থাকে। পুরুষদের ক্ষেত্রে বর্ধিত প্রোস্টেট হলো প্রস্রাবের প্রবাহ সীমিত করার আরেকটি কারণ এবং ফলস্বরূপ মূত্রাশয় সম্পূর্ণরূপে খালি হয় না।



নিখিল বললেন, বাংলাদেশে জিতেছি ৩-০-তে, এখন আমি ৪-০

স্পোর্টস ডেস্ক

শুরুটা বাংলাদেশের বিপক্ষে। গত জুনে বাংলাদেশে এসে ৩ ম্যাচের টি-টুয়েন্ট সিরিজ খেলেছিলেন নিখিল চৌধুরী। জিতেছিলেন সব কটিতেই। সেই জয়ের ধারায় এবার যোগ হলো ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়। মেলবোর্নে ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে ম্যাচসেরা হওয়ার পর নিজের এই জয়যাত্রার হিসাবটাই শুনিয়েছেন চৌধুরীড়'বাংলাদেশে জিতেছি ৩-০-তে, এখন আমি ৪-০।' গত শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে দেশের মাটিতে প্রথমবার টি-টুয়েন্টি খেলতে নেমেছিলেন এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত অলরাউন্ডার।

গ্যালারিতে ছিলেন পাঞ্জাব থেকে ছেলের খেলা দেখতে আসা তাঁর মা-বাবাও। তাঁদের সামনে ৩৮ বলে ৬৬ রানের ঝলমলে ইনিংস, বল হাতে ৪ ওভারে ২১ রানে ২ উইকেট এর চেয়ে স্মরণীয় অভিষেক আর কী হতে পারত! অস্ট্রেলিয়ার জয়টা অবশ্য মোটেও সহজ ছিল না। হ্যারি ব্রুকের ব্যাটে চড়ে ২ উইকেটে ১১০ রান তুলে ফেলেছিল ইংল্যান্ড। অ্যাডাম জাম্পার এক ওভার থেকেই এসেছিল ২০ রান। ম্যাচ তখন অস্ট্রেলিয়ার হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। ঠিক সেই সময় বল হাতে অধিনায়ক মিচেল মার্শের ভরসা হয়ে ওঠেন চৌধুরী। তাঁর স্কিড করা লেগ স্পিনে বিভ্রান্ত হন ব্রুক। একপর্যায়ে কিপারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ৬৫ রান করা ইংল্যান্ড অধিনায়ক। পরে স্যাম কারেনও ফেরেন নিখিলের বলে। ইংল্যান্ডের রান তোলার গতি থমকে যায় সেখানেই। শেষ ১১ ওভারে মাত্র ৭৭ রান তুলতে পারে সফরকারীরা। নিখিল ৪ ওভারে ২১ রানে নেন ২ উইকেট। তবে চৌধুরীর গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ সম্ভবত ব্যাটিং। অস্ট্রেলিয়ার একাদশে টিম ডেভিডের আগে চার নম্বরে তাঁর নাম দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে ব্যাটিংয়ের যে দক্ষতা তাঁর আছে, সেটির পরিচয় দিয়েছেন দারুণভাবে। শুরুতে অস্ট্রেলিয়া চাপে থাকলেও অযথা বড় শট খেলতে যাননি। সুইপ, রিভার্স সুইপ, ড্রাইভ ও ফ্লিকে রান তুলেছেন হিসাব করে। একদিকে রানরেট নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন, অন্যদিকে জয়ের সমীকরণও নাগালের বাইরে যেতে দেননি। দুয়ে মিলে এসেছে ৬৬ রানের ইনিংসটি। ম্যাচ শেষে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে নিখিল বলেছেন, 'আমার বাবা-মা প্রথমবারের মতো ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলার ইচ্ছা সব সময়ই ছিল। বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম সিরিজটাও দারুণ কেটেছে। আমরা ৩০ ব্যবধানে জিতেছিলাম। এই জয়ে এখন আমার হিসাব ৪০। বাবা-মায়ের সামনে দেশের মাটিতে এত ভালো খেলা, ম্যাচসেরা হওয়া এবং জয় পাওয়াড়এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।'

দায় স্বীকার ৭ জনের, প্রকাশ্যে এসেছে ৬ জনের নাম

স্পোর্টস ডেস্ক

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দ্বাদশ আসরের ফিক্সিং তদন্তে অভিযুক্ত ১০ জনের মধ্যে সাতজন নিজেদের দায় স্বীকার করেছেন। তবে দায় স্বীকার করা সাতজনের মধ্যে এখন পর্যন্ত ছয়জনের নাম প্রকাশ্যে এসেছে। অন্যদিকে,

বিপিএল ফিক্সিং

অভিযোগ অস্বীকার করা বাকি তিনজনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে ট্রাইব্যুনালে। অভিযুক্ত সবাইকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

বিপিএলে ফিক্সিং বিতর্ক নতুন নয়। প্রায় প্রতিটি আসরেই এ নিয়ে নানা অভিযোগ ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। তবে একাদশ আসরে একাধিক সন্দেহজনক কর্মকাণ্ড সামনে আসার পর বিষয়টি নিয়ে নতুন করে তদন্তে নামে বিসিবি।

৯০০ পৃষ্ঠার তদন্ত প্রতিবেদন

একাদশ বিপিএলে বিভিন্ন সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের পর গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে তদন্ত কমিটি গঠন করে তৎকালীন বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদের নেতৃত্বাধীন বোর্ড। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষে ৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জমা দেয়।

ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিপিএলের দ্বাদশ আসরের নিলাম থেকে নয় ক্রিকেটারকে বাইরে



রাখে তৎকালীন বিসিবি। তারা হলেন এনামুল হক বিজয়, শফিউল ইসলাম, সানজামুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, আলাউদ্দিন বাবু, আরিফুল হক, নিহাদুজ্জামান ও আল আমিন। পরবর্তী সময়ে বিসিবির নেতৃত্বে পরিবর্তন আসে। তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন নতুন বোর্ড ৯০০ পৃষ্ঠার ওই তদন্ত প্রতিবেদনকে আগের মতো গুরুত্ব দেয়নি। তবে ওই নয় ক্রিকেটারের ওপর বাড়তি নজরদারি রাখা হবে বলে জানিয়েছিলেন বিসিবির ইন্টেগ্রিটি ইউনিটের জেনারেল কাউন্সেল ব্যারিস্টার মাহিন এম রহমান।

দায় স্বীকার করেছেন ৭ জন

দ্বাদশ বিপিএলেও ফিক্সিংয়ের একাধিক অভিযোগ ওঠে। তদন্ত শেষে তিন দফায় এখন পর্যন্ত ১০ জনের নাম প্রকাশ করেছে বিসিবি। অভিযুক্ত প্রত্যেককে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়।

এর মধ্যে সাতজন অভিযোগের দায় স্বীকার করেছেন। দায় স্বীকার করা ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে ছয়জনের নাম। তারা হলেন ক্রিকেটার অমিত মজুমদার, সিলেট টাইটান্সের টিম ম্যানেজার রেজওয়ান কবির সিদ্দিক, নোয়াখালী এক্সপ্রেসের সহমালিক তৌহিদুল হক, চট্টগ্রাম রয়্যালসের লজিস্টিকস ম্যানেজার লাবলুর রহমান, বিসিবির সাবেক লিয়াজোঁ অফিসার জাকির হোসেন এবং চট্টগ্রাম রয়্যালসের মালিক আবদুল কাইয়ুম রাশেদ। সাতজন দায় স্বীকার করলেও একজনের নাম এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে আসেনি। দায় স্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত শাস্তির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে ক্রিকেট বোর্ড।

অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৩ জন: অন্যদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনজন। তারা হলেন বিসিবির সাবেক পরিচালক মুখলেসুর রহমান শামীম, সাবেক কাউন্সিলর রাকিবুল ইসলাম সানি এবং দুর্বার রাজশাহীর কর্মকর্তা আমিন খান।

ওয়েলিংটনে ইতিহাস গড়লেন রাহুল

স্পোর্টস ডেস্ক

টেস্ট ক্রিকেটে কিছু অর্জন আছে, যা শুধু পরিসংখ্যানের খাতায় আটকে থাকে না। দেশের বাইরে কঠিন কন্ডিশন ব্যাটসম্যানের সামর্থ্যেরও পরীক্ষা নেয়। লোকেশ রাহুল সেই পরীক্ষায় এবার উত্তীর্ণ হলেন দারুণভাবে। ওয়েলিংটনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করে গড়েছেন নতুন ইতিহাস। দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া, এই চার 'সেনা' (SENA) দেশেই টেস্ট সেঞ্চুরি করা প্রথম ভারতীয় ওপেনার এখন রাহুল। বেসিন রিজার্ভে তৃতীয় দিনে ২০৭ বলে শতক পূর্ণ করেন ৩৪ বছর বয়সী রাহুল। সেঞ্চুরির পর হেলমেট খুলে সন্তানের জন্য নিজের চেনা উদ্‌যাপন। এরপর আকাশে তাকানো। ভারতীয় দলের সতীর্থরা দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন তাঁকে।

দ্বিতীয় দিন শেষে ৫২ রানে অপরাজিত ছিলেন রাহুল। তৃতীয় দিন লাঞ্চে যান ৯৩ রানে। বিরতির পর পূর্ণ করেন সেঞ্চুরি। টেস্টে এটি রাহুলের ১৩তম সেঞ্চুরি। এর ১০টি দেশের বাইরে, তিনটি দেশের মাটিতে। 'সেনা' দেশগুলোর মধ্যে আগে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় শতক ছিল তাঁর। এবার নিউজিল্যান্ডেও।

এশিয়ার অষ্টম এবং ভারতের পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে চার দেশেই সেঞ্চুরির কীর্তি গড়লেন রাহুল। তাঁর আগে এই তালিকায় আছেন মোহাম্মদ আজহারউদ্দীন, শচীন টেন্ডুলকার, সাঈদ আনোয়ার, রাহুল দ্রাবিড়, ইউনিস খান, কুমার সাঙ্গাকারা ও বিরাট কোহলি। ওপেনার হিসেবে চার দেশেই সেঞ্চুরি আছে শুধু রাহুল ও সাঈদ আনোয়ারের। নিউজিল্যান্ডে নিজের প্রথম টেস্ট ইনিংসেই সেঞ্চুরি করলেন রাহুল। এমন কীর্তি গড়া তৃতীয় ভারতীয় তিনি। আগে এই কীর্তি ছিল সুনীল গাভাস্কার ও সুরিন্দর অমরনাথের। ১৯৭৬ সালে অকল্যান্ডের এডেন পার্কে অভিষেক টেস্টে গাভাস্কার করেছিলেন ১১৬, অমরনাথ ১২৪ রান। ওপেনার হিসেবে ভারতের হয়ে রাহুলের সেঞ্চুরি এখন ১২টি, মুরালি বিজয়ের সমান। সবার ওপরে গাভাস্কার (৩৩), এরপর বীরেন্দর শেবাগ (২২)। গম্ভীর ও রোহিত শর্মার সেঞ্চুরি ৯টি করে। ২০২১ সাল থেকে ওপেনার হিসেবে রাহুলের সাতটি সেঞ্চুরি।



বিনোদন



এশিয়ার সেরা ও সবচেয়ে অকৃত্রিম গল্পগুলোকে হলিউডে এবং বিশ্বের দর্শকদের সামনে তুলে ধরার যে মঞ্চ, তার অংশ হতে পেরে মনে হয়েছে, আমরা শুধু সেখানে উপস্থিত ছিলাম না বাংলাদেশের সেরা কাজটিই তুলে ধরেছি

'রইদ'-এ বিশ্বমঞ্চে নতুন স্বীকৃতি তুষির

বিনোদন ডেস্ক

'রইদ' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত ১২তম এশিয়ান ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন জনপ্রিয় মডেল, উপস্থাপিকা ও অভিনেত্রী নাজিফা আনজুম তুষি। ২০২৬ সালের স্নো লেপার্ড অ্যাওয়ার্ডে এ স্বীকৃতি অর্জনের খবর সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে জানিয়েছেন তিনি।

'রইদ' সিনেমায় নাজিফা তুষি ছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজুর নূর ইমরান, গাজী রাকায়েত, আহসাবুল ইয়ামিন রিয়াদ প্রমুখ। গত কুরবানির ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়ে দারুণ ব্যবসাও করেছে এ সিনেমাটি।



এর আগেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে জায়গা করে নিয়েছিল সিনেমা 'রইদ'। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে কানাডার মোজাইক ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে একসঙ্গে তিনটি পুরস্কার জিতে নিয়েছিল 'রইদ' সিনেমাটি। সেরা অভিনেত্রী, সেরা সিনেমাটোগ্রাফি ও সেরা মিউজিকের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিল 'রইদ'। পুরস্কার পেয়ে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে সিনেমাটির পুরো দলের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অভিনেত্রী নাফিজা তুষি। সামাজিক মাধ্যমে পোস্টে অভিনেত্রী লিখেছেন– '২০২৬ সালের এশিয়ান ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ১২তম আসরে 'রইদ' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রী হিসেবে স্নো লেপার্ড অ্যাওয়ার্ড পেয়ে আমি ভীষণ সম্মানিত ও আনন্দিত।'

এ অভিনেত্রী বলেন, 'সত্যি বলতে– এই উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য 'রইদ' নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই আমরা অনেক আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত ছিলাম। এশিয়ার সেরা ও সবচেয়ে অকৃত্রিম গল্পগুলোকে হলিউডে এবং বিশ্বের দর্শকদের সামনে তুলে ধরার যে মঞ্চ, তার অংশ হতে পেরে মনে হয়েছে, আমরা শুধু সেখানে উপস্থিত ছিলাম না বাংলাদেশের সেরা কাজটিই তুলে ধরেছি।'

নাফিজা তুষি বলেন, 'সবার আগে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সব সময় আমার সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে পাশে থাকার জন্য পরিবারের প্রতি এবং পথচলায় ভালোবাসা, দোয়া ও সমর্থন দেওয়ার জন্য আমার সব ভক্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।'

তিনি বলেন, 'এই জয় আমার পুরো 'রইদ' দলেরও। এ সিনেমাটিতে নির্মাণ ও বিশ্বের দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলীসহ সবার অবদান রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সবাইকে ধন্যবাদ।'

তিথির 'মায়াবতী'

বিনোদন ডেস্ক

প্রেম, প্রতারণা, ছদ্মবেশ ও জীবনের নানা বাঁক নিয়ে নির্মিত হয়েছে একক নাটক 'মায়াবতী'। দীন মোহাম্মদ মন্টুর রচনা ও নির্দেশনায় নির্মিত হয়েছে এই নাটক। এতে অভিনয় করেছেন হোসাইন নিরব ও ইফফাত আরা তিথি।

নাটকের গল্পে মিলন তার মা ও বড় ভাই কবিরকে নিয়ে মাশিয়াতকে দেখতে যায়। প্রথম দেখাতেই মাশিয়াতকে পছন্দ হয় মিলনের। তবে একান্তে কথা বলার সময় মাশিয়াত জানায়, সে অন্য একজনকে ভালোবাসে। তাই পরিবারের কাছে মিলনকে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে। শেষ পর্যন্ত মাশিয়াতের কথা রাখতে নিজেই সরে আসে মিলন।

এরপর চাকরির সুবাদে মফস্বলের একটি নির্জন বাড়িতে থাকতে শুরু করে মিলন। তার একাকিত্ব দূর করতে বড় ভাই কবির 'শালুক' নামের এক কাজের ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসে। এদিকে মাশিয়াত জানতে পারে, তার ভালোবাসার মানুষটি অন্যত্র বিয়ে করতে যাচ্ছে। প্রেমিকের প্রতারণায় ভেঙে পড়ে সে। একসময় মাশিয়াত বুঝতে পারে, যাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, সেই মিলনই তার সম্মান রক্ষায় নিঃস্বার্থভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিল। এরপর দুজনের সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়েই এগিয়েছে নাটকের গল্প।

নাটকটি প্রসঙ্গে পরিচালক দীন মোহাম্মদ মন্টু বলেন, এতে সম্পর্কের জটিলতা, প্রেম, প্রতারণা ও জীবনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে।

গল্পে হাস্যরস ও নাটকীয়তার পাশাপাশি রয়েছে আবেগ ও ভালোবাসার বার্তা। দর্শকেরা শেষ পর্যন্ত একটি চমক পাবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।





এবার বিশেষ সম্মাননায় আজিজুল হাকিম

বিনোদন ডেস্ক

অভিনয় জীবনের পাঁচ দশক পূর্ণ করেছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা আজিজুল হাকিম। দীর্ঘ এই পথচলায় নাটক, টেলিফিল্ম, ধারাবাহিক ও চলচ্চিত্রে নিজের অভিনয়দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। এবার পাঁচ দশকের সেই অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন এই অভিনেতা। গণমাধ্যমকর্মীদের সংগঠন কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (সিজেএফবি) তাকে এ সম্মাননা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আজিজুল হাকিমের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হবে। সিজেএফবির ২৫তম পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এটি। অভিনয়জীবনের ৫০ বছর পূর্তি এবং সিজেএফবির বিশেষ সম্মাননা পাওয়ার খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন আজিজুল হাকিম। তিনি জানান, সাংবাদিক সংগঠন সিজেএফবির ২৫ বছর এবং তার ক্যারিয়ারের ৫০ বছর এই দুয়ের সমন্বয় তারে মুগ্ধ করেছে।

১৯৭৭ সালে আরণ্যক নাট্যদলে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে অভিনয়জগতে যাত্রা শুরু করেন আজিজুল হাকিম। এরপর পাঁচ দশকের ক্যারিয়ারে টেলিভিশন নাটক থেকে শুরু করে টেলিফিল্ম, ধারাবাহিক, চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করেছেন তিনি।

দীর্ঘদিন পরে মঞ্চে ফিরছেন ইয়াগনিক

বিনোদন ডেস্ক

দীর্ঘদিন পর মঞ্চে ফিরেছেন অলকা ইয়াগনিক। নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত মানুষের মনে সমান জায়গা রয়েছে তার। তবে ২০২৪ সালে অলকা ইয়াগনিক জানিয়েছিলেন, তিনি নিজের শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন। সেই কারণে বন্ধ হয়ে যায় তার সুরের সফরও।



বিরল এক স্নায়ুরোগে আক্রান্ত অলকা ইয়াগনিক, যার জন্য কানে শুনতে পাচ্ছিলেন না তিনি। ইনস্টাগ্রামে সকলের উদ্দেশে এই সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন গায়িকা।

সুভাষ ঘাইয়ের চলচ্চিত্রজীবনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে, একটি অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানের নাম থাকবে, 'কেয়া জমানা থা'। আগামী ১১ ডিসেম্বর মুম্বাইয়ের বসবে এই সুরের আসর। আর সেই অনুষ্ঠানে অলকাকে আমন্ত্রণ জানাতে নিজেই তার বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন সুভাষ। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন সঙ্গীতশিল্পী, এমনটাই জানা যাচ্ছে।

সুভাষ ঘাই নিজেই এই ক্লিপিংস পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, সুভাষ ঘাইয়ের আমন্ত্রণে রাজি হয়েছেন অলকা ইয়াগনিক এবং তিনি হাসিমুখে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, কবে আবার মঞ্চ মাতাতে দেখা যাবে অলকা ইয়াগনিককে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে সদ্যই পদ্মভূষণ সম্মান গ্রহণ করেন অলকা ইয়াগনিক। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সম্মান গ্রহণ করার পরে অলকা ইয়াগনিক লিখেছিলেন, গত দুই বছর ধরে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই জনজীবন ও প্রচারের আলো থেকে দূরে রয়েছেন। তিনি লেখেন, 'গত দুই বছর আমি জনসমক্ষে খুব কম এসেছি। আমার স্বাস্থ্য নিয়ে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এই সময়ে আপনাদের ভালোবাসা, প্রার্থনা এবং সমর্থন আমাকে শক্তি দিয়েছে।' ২০২৫ সালে অলকা ইয়াগনিক প্রথম জানান যে তিনি ভাইরাল সংক্রমণের কারণে হওয়া বিরল 'সেন্সোরিনিউরাল নার্ভ হিয়ারিং লস' -এ আক্রান্ত হয়েছেন।



অসময়ের বৃষ্টিতে শাকসবজি ও আমন চাষিরা বিপাকে

ফেনী প্রতিনিধি

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে ফেনীতে বৈরী আবহাওয়া বিরাজ করছে।

গত বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকে গতকাল পর্যন্ত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় বিপাকে পড়েছেন জেলার প্রান্তিক কৃষকরা। বিশেষ করে মাঠে থাকা পাকা আমন ধান এবং সদ্য রোপণ করা শীতকালীন আগাম শাকসবজি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ছয় উপজেলার চাষিরা।

ফেনীর বিস্তীর্ণ মাঠে আমন ধান ইতোমধ্যে পেকে কাটার উপযোগী হয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় আগাম রোপণ করা ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজ চলছে। কিন্তু দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় পাকা ধানগাছ মাটিতে নুয়ে পড়ছে। পাশাপাশি বৃষ্টির পানি জমে ধান ভিজে নষ্ট ও পচে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ক্ষতি এড়াতে অনেক কৃষক আধাপাকা ধান দ্রুত কেটে ঘরে তোলার চেষ্টা করছেন। তবে শ্রমিক সংকট ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এ কাজও ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে সোনাগাজী, দাগনভূঞা, পরশুরাম, ফুলগাজী, ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলার কৃষকরা আগাম শীতকালীন সবজি হিসেবে ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, মুলা, টমেটো ও আলুর চাষ করেছেন। টানা বৃষ্টিতে নিচু জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় সবজির চারার গোড়া পচে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

> ফেনীর বিস্তীর্ণ মাঠে আমন ধান ইতোমধ্যে পেকে কাটার উপযোগী হয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় আগাম রোপণ করা ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজ চলছে। কিন্তু দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় পাকা ধানগাছ মাটিতে নুয়ে পড়ছে

এতে কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে। সোনাগাজী ও পরশুরাম উপজেলার কয়েকজন কৃষক জানান, চড়া সুদে ঋণ নিয়ে এবং বাড়তি দামে সার ও বীজ কিনে তারা আমন ধান ও শীতকালীন সবজির আবাদ করেছেন। ভালো ফলন হওয়ায় এবার লাভের আশা করেছিলেন। কিন্তু ফসল ঘরে তোলার ঠিক আগমুহূর্তে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া তাদের সেই আশায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমিতে পানি জমে থাকলে সারা বছরের পরিশ্রম ও বিনিয়োগ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা। দাগনভূঞা উপজেলার মাতুভূঞা ইউনিয়নের উত্তর আলীপুর গ্রামের কৃষক আবদুল মান্নান জানান, অনেক টাকা খরচ করে শীতকালীন সবজির আবাদ করেছেন। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিতে বীজতলায় পানি জমেছে। বৃষ্টিপাত দীর্ঘায়িত হলে চারাগুলো পচে যেতে পারে। এতে তাঁর মতো হাজারো কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একই এলাকার কৃষক মো. বাহার জানান, তাঁর জমির ধান পেকে যাওয়ায় কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় তাঁর ফসল ঘরে তোলার পরিকল্পনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দ্রুত জমির পানি না নামলে তাঁকে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।

এদিকে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কৃষি কর্মকর্তারা পরামর্শ দিয়েছেন, আমন ধান ৮০ শতাংশ পেকে গেলে আর অপেক্ষা না করে দ্রুত কেটে নিরাপদ ও উঁচু স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। শীতকালীন সবজি ও রবিশস্যের জমি থেকে দ্রুত অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি আপাতত জমিতে কৃত্রিম সেচ ও সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

জেলা আবহাওয়া কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ভোর থেকে শুক্রবার (২০ নভেম্বর) সকাল ৬টা পর্যন্ত ফেনীতে ২৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে উপকূলীয় জেলা ফেনীতে গতকাল রোববার (২২ নভেম্বর) পর্যন্ত মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।

গুলিবর্ষণকারী যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার :

ফেনীর মহিপালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যা, গুলিবর্ষণ ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনসহ বিভিন্ন অপরাধে দায়ের করা ১০টির বেশি মামলার আসামি কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগ নেতা দুলাল হোসেন ওরফে বাটা দুলালকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার পুলিশ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। গ্রেপ্তার বাটা দুলাল সোনাগাজী উপজেলার চর চান্দিয়া এলাকার আবু তাহেরের ছেলে। তিনি চর চান্দিয়া ইউনিয়ন কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের সহসভাপতি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকায়ও তাঁর নাম রয়েছে।

এর আগে শুক্রবার (২০ নভেম্বর) ভোররাতে সোনাগাজী উপজেলার চর চান্দিয়া ইউনিয়নের ভূঁইয়া বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোনাগাজী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবুল হাসিম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে একই দিন বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কসবা সীমান্তে ১৭ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

কসবা প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা ও কুমিল্লার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৭ লাখ ৯৩ হাজার ১০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় অবৈধ পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল সোমবার সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) অধীন গোসাইস্থল, মঈনপুর, মাদলা, সালদানদী, শংকুচাইল ও বড়জ্বালা বিওপির টহল দল পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব পণ্য জব্দ করে।

বধূ সাজে অপেক্ষা কনের

যৌতুকের জন্য আটকে গেল বিয়ে

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে বিয়ের অনুষ্ঠানের সব আয়োজন সম্পন্ন, অতিথিদের আপ্যায়নে করা হয়েছে রান্নাবান্নাও কিন্তু নির্ধারিত দিনে বিয়ের আসরে আসেননি বর। অভিযোগ উঠেছে, যৌতুকের টাকা না দিলে বিয়ে করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বরপক্ষের লোকজন। গতকাল মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের কাউয়ারগলা গ্রামে ঘটেছে এ ঘটনা। এ ঘটনায় প্রতারণা, অর্থ আত্মসাৎ ও যৌতুকের দাবিতে হুমকির অভিযোগ এনে কমলগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন কনে ওমান প্রবাসী নারী খয়রুন বেগম।

থানায় করা অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, বাদি খয়রুন বেগম (৩৫) কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের কাউয়ারগলা গ্রামের মস্ত মিয়ার মেয়ে। তিনি ওমান প্রবাসী থাকাকালীন একই ইউনিয়নের জালালপুর গ্রামের ছোয়াব আলীর ছেলে আবাছ আলীর (৪০) সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রবাসে অবস্থানকালে বিভিন্ন সময়ে আবাছ আলীকে তিন লাখ ৫০ হাজার টাকা দেন খয়রুন বেগম। প্রায় এক মাস আগে দেশে ফেরার পর উভয় পরিবারের সম্মতিতে গত ২০ নভেম্বর বিয়ের দিন ধার্য করা হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, বিয়ের আগে বিবাদীপক্ষ যৌতুক হিসেবে একটি মোটরসাইকেল দাবি করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) বিবাদীরা বাদি খয়রুন বেগমের বাড়িতে এলে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে মোটরসাইকেল কেনার জন্য নগদ এক লাখ ৫০ হাজার টাকা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই নারী অভিযোগ করেন, বিয়ের দাওয়াত অনুযায়ী আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয় লোকজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন এবং বরযাত্রীদের আপ্যায়ন ও রান্নাসহ আনুষঙ্গিক খাতে প্রায় দুই লাখ টাকা খরচ করা হয়।

কিন্তু শুক্রবার দুপুর নাগাদ বরপক্ষ না আসায় যোগাযোগের চেষ্টা করলে বরপক্ষ জানায়, মোটরসাইকেল কিনা বাবদ যৌতুক হিসেবে আরও দেড় লাখ টাকা দিতে হবে। তা না দিলে বিয়ে হবে না। তবে অনেক অনুরোধ করেও বরপক্ষকে রাজি করানো যায়নি। ভুক্তভোগী ওই নারীর (কনে) বড় ভাই মইন উদ্দিন বলেন, আমার বোনকে বিয়ের দিন বধূ সাজে সজ্জিত করা হয়। সমাজের লোকজন বিয়ের খাবারও খেয়ে গেছেন কিন্তু যৌতুকের জন্য বরপক্ষ আসলো না। এখন সমাজে মুখ দেখাবো কী করে? বাধ্য হয়ে আমরা আইনের আশ্রয় নিয়েছি।

খসে পড়ছে পাটাতন কাঠ বিছিয়ে চলাচল

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের শেষ প্রান্ত ও কক্সবাজার জেলার সূচনালগ্নে ছনুয়া ও জলকদর খালের মোহনায় অবস্থিত ছনুয়া-পুঁইছড়ি বেইলি সেতুটি এখন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে সংস্কার না হওয়ায় এবং লবণাক্ততায় ক্ষয়ে ১৩০ মিটার সেতুটির প্রায় ৯৫ শতাংশ লোহার পাটাতন মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। সেতুর একপাশে কোনোমতে কাঠ বিছিয়ে লক্ষাধিক মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছেন। স্থানীয়দের কাছে এটি এখন 'পঙ্গু সেতু' নামেই পরিচিত।

সূত্রে জানা গেছে, ২০০৬ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকারের আমলে সেতুটি নির্মিত হয়। এরপর লবণবোঝাই ট্রলি চলাচলের কারণে পাটাতন ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে। ২০১৭ সালে উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে একবার সংস্কার করা হলেও লবণাক্ত পরিবেশের প্রভাবে কয়েক বছরের মধ্যেই পাটাতনে ফের মরিচা ধরে। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও স্থায়ী সংস্কার বা নতুন সেতুর মুখ দেখেননি এলাকাবাসী। সরেজমিনে দেখা গেছে, সেতুটির অধিকাংশ স্থানে পাটাতন নেই; ভাঙা অংশে তৈরি হয়েছে গভীর ফাঁক। দুই প্রান্তের সংযোগস্থল থেকেও সরে গেছে মাটি। যানবাহন চলাচল দূরের কথা, হেঁটে পারাপারও এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন ছনুয়া ও পুঁইছড়ি ইউনিয়নের কয়েক হাজার মানুষের পাশাপাশি ছয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এই ঝুঁকিপূর্ণ পথ পাড়ি দেয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো-রাজাখালী ফৈজুন্নেছা উচ্চবিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ, রাজাখালী বিইউআই ফাজিল মাদ্রাসা, পুঁইছড়ি মদিনাতুল উলুম মোহাম্মদিয়া মাদ্রাসা, পুঁইছড়ি কাদেরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছনুয়া কাদেরিয়া উচ্চবিদ্যালয় ও ছনুয়া ছেলবন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গের ফ্রিল্যান্সার-আইটি উদ্যোক্তাদের মিলনমেলা

দিনাজপুর প্রতিনিধি

দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গের ফ্রিল্যান্সার, আইটি পেশাজীবী ও অনলাইন উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে প্রায় ৫০০ জন ফ্রিল্যান্সার অংশ নেন। অতিথি হিসেবে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ফ্রিল্যান্সাররা বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন। গতকাল সকাল ৯টায় দিনাজপুরের দ্য গ্র্যান্ড দাদুবাড়ি পার্ক অ্যান্ড রিসোর্টে এ মিলনমেলা শুরু হয়। বৃহত্তর দিনাজপুর ফ্রিল্যান্সার অ্যাসোসিয়েশন (জিডিএফএ) আয়োজিত এ মিলনমেলা দিনব্যাপী চলে। অনুষ্ঠানে জিডিএফএ সভাপতি মো. রুস্তম আলী বলেন, উত্তরবঙ্গের ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি।

খেজুরের গুড় তৈরিতে ব্যস্ত গাছিরা

টিকিয়ে রাখছেন ঐতিহ্য

তাড়াশ প্রতিনিধি

শীতের আগমনের সঙ্গে শুরু হয়েছে খেজুরের রস ও গুড় তৈরির মৌসুম। সিরাজগঞ্জের বৃহত্তর চলনবিল অঞ্চলে সুস্বাদু খেজুরের গুড় উৎপাদনে দিন-রাত ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা।

পৌষ-মাঘের মৌসুম সামনে রেখে তাড়াশ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে চলছে রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরির প্রস্তুতি। প্রতিদিন ভোরে গাছিদের তৈরি গুড় কিনতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা। শীতের সকালে খেজুরের কাঁচা রস, মুড়ি ও নানা ধরনের পিঠাপুলির আয়োজন গ্রামবাংলার চিরায়ত ঐতিহ্য। এ কারণে শীতের শুরুতেই চলনবিলের গ্রামীণ জনপদে বেড়েছে খেজুর গাছের কদর। গাছ পরিষ্কার করা, হাঁড়ি বাঁধা, রস সংগ্রহ এবং চুলায় জ্বাল দিয়ে পাটালি, দানা ও ঝোলা গুড় তৈরিতে ব্যস্ত গাছি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের তথ্যমতে, তাড়াশ উপজেলার দেশীগ্রাম, তালম, মাধাইনগর, ওয়াসিন, সগুনা ও সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তার পাশে এবং পুকুরপাড়ে প্রায় ৩০ হাজার খেজুর গাছ রয়েছে। প্রতিবছর রাজশাহী ও নাটোরসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে গাছিরা এখানে এসে রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরি করেন। পাশাপাশি স্থানীয় গাছিরাও অগ্রহায়ণ মাস থেকে গাছ ইজারা নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করেন। পৌষ মাসের শুরুতে রস সংগ্রহ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছিদের ব্যস্ততাও বেড়ে যায়। দুপুরে গাছে গাছে হাঁড়ি বাঁধা, গভীর রাতে রস সংগ্রহ এবং ভোর থেকে চুলায় জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরির কাজ চলে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্যমতে, প্রতিটি চুলায় প্রতিদিন প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কেজি গুড় উৎপাদন হয়। এ মৌসুমে একজন গাছির আয় হয় প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। তাড়াশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, তাড়াশ ও বৃহত্তর চলনবিল এলাকায় প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে ১ লাখ ২০ হাজারের মতো খেজুর গাছ রয়েছে। এসব গাছ থেকে বছরে প্রায় ১ হাজার ৫৫০ মেট্রিক টন রস সংগ্রহ করা হয়। তা থেকে উৎপাদিত হয় প্রায় ১ হাজার ৩৫০ মেট্রিক টন গুড়।



স্পিডবোট ও লঞ্চ চলাচল ব্যাহত

চরভদ্রাসন প্রতিনিধি

পদ্মা নদীর পানি দ্রুত কমে যাওয়ায় ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ডুবোচর জেগে উঠেছে।

নাব্যতা সংকটের কারণে চরভদ্রাসন থেকে দোহারের মৈনট ঘাট ও পাটুরিয়া রুটে চলাচলকারী স্পিডবোট ও লঞ্চ চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এতে ঢাকার সঙ্গে যাতায়াতকারী হাজারো যাত্রী দুর্ভোগে পড়েছেন।

স্থানীয় ঘাট কর্তৃপক্ষ ও যাত্রীদের সূত্রে জানা গেছে, বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার পর থেকেই পদ্মার পানি কমতে শুরু করে। গত কয়েক সপ্তাহে পানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় নদীর মূল চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ডুবোচর সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আগের সরাসরি নৌপথে লঞ্চ ও স্পিডবোট চলাচল কঠিন হয়ে পড়েছে। ঘাটসংশ্লিষ্টরা জানান, ডুবোচরের কারণে নৌযানগুলোকে মূল রুট ছেড়ে ঘুরে চলাচল করতে হচ্ছে। এতে গন্তব্যে পৌঁছাতে আগের তুলনায় দেড় গুণ সময় লাগছে। পাশাপাশি বেড়েছে জ্বালানি খরচ। প্রায়ই স্পিডবোট ও লঞ্চের তলদেশ ডুবোচরে আটকে যাওয়ায় নৌদুর্ঘটনার ঝুঁকিও তৈরি হচ্ছে।

চরভদ্রাসনের গোপালপুর ঘাটের এক স্পিডবোটচালক জানান, পানি কমে নদীর মাঝখানে অসংখ্য চর জেগে উঠেছে। আগে মৈনট ঘাটে পৌঁছাতে ১৫ থেকে ২০ মিনিট লাগলেও এখন ঘুরে যেতে ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট সময় লাগছে। প্রায়ই বোট চরে আটকে যায়। তখন নদীতে নেমে বোট ঠেলে পার করতে হয়।

এদিকে যাতায়াতে অতিরিক্ত সময় লাগায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাধারণ যাত্রীরা। বিশেষ করে জরুরি প্রয়োজনে ঢাকাগামী যাত্রীরা সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছেন না। নারী, শিশু ও বয়স্কদের ভোগান্তি আরও বেশি।

এ পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসন ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভুক্তভোগী যাত্রী ও নৌযানচালকরা। দ্রুত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে এনে নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

গাঁজাসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে অভিযান চালিয়ে ৪ কেজি গাঁজাসহ তোফাজ্জল হক ওরফে তোফা (৫২) নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গত রবিবার রাত ৩টার দিকে উপজেলার নাওডাঙ্গা ইউনিয়নের কুরুসা ফেরুসা গ্রামে তাঁর নিজ বাড়িতে এ অভিযান চালানো হয়। পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল তোফাজ্জল হকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। এ সময় তাঁকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি ওই গ্রামের মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

কুড়িগ্রাম জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রেজাউল করিম গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, জেলায় মাদক নির্মূলে পুলিশের নিয়মিত অভিযান চলছে। এরই অংশ হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফুলবাড়ী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। জেলায় মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সুস্থ সমাজ গঠনে পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সত্য প্রকাশের আহ্বান

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি



মাদক, অনিয়ম, অপসংস্কৃতি ও অপসাংবাদিকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে সত্য প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক, নাট্যকার এবং এটিএন বাংলার সিইও ও এটিএন পরিবারের উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর মো. মোতাহার হাসান। গতকাল সন্ধ্যায় মুন্সীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সফিউদ্দিন আহমেদ মিলনায়তনে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

মুন্সীগঞ্জের সন্তান মীর মো. মোতাহার হাসান বলেন, গণমাধ্যম ক্রমেই ডিজিটালাইজড হচ্ছে। ফলে কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। তবে প্রতিবন্ধকতা থেকেই চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হয়। যারা অন্যায় ও অনিয়মকে প্রশ্রয় না দিয়ে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে কাজ করেন, তারাই প্রকৃত সফল।

নিজের ৪৬ বছরের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, সাংবাদিকতায় ৩০ বছর এবং মিডিয়া ব্যবস্থাপনায় ১৬ বছর ধরে কাজ করছেন। এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকে মুন্সীগঞ্জের স্থানীয় সাংবাদিকদের যেকোনো যৌক্তিক সমস্যা সমাধানে পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। প্রাচীন বিক্রমপুরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরার আহ্বান জানিয়ে মীর মোতাহার হাসান বলেন, মুন্সীগঞ্জের মাটিতে বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও লেখক হুমায়ুন আজাদের মতো বহু গুণীজনের জন্ম হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের মাধ্যমে এসব ঐতিহাসিক বিষয় তুলে ধরতে পারলে বিক্রমপুর তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে। সত্য প্রকাশ করাই গণমাধ্যমের কাজ। এটি একটি বিপ্লব, যেখানে সবাইকে অংশ নিতে হবে।

বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে সভায় উপস্থিত হওয়ায় সাংবাদিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, মুন্সীগঞ্জের মানুষের ভালোবাসা তাঁকে বারবার ফিরে আসতে অনুপ্রাণিত করবে।

মুন্সীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গোলজার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক সুজন হায়দার জনির সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন এটিএন বাংলার মুন্সীগঞ্জ প্রতিবেদক মো. ফরিদুল হাসান ফরিদ ও এটিএন নিউজের নিউজ এডিটর মো. শাহাদাত রানা। এ সময় জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

জেলা বগুড়ার মাননীয় অর্থঋণ আদালত বগুড়া।

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

(অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩ ধারা মতে)

মামলা নং- ৬৩/২০২৬ অর্থঃ ডিক্রীজারী।

বাদীঃ "বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ" বগুড়া শাখা, বগুড়া, যাহার প্রধান কার্যালয়, ইউনুছ ট্রেড সেন্টার লেভেল ২২/৫২-৫৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা-ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত। যাহাইহার মূলবর্তীদের প্রতিনিধিগণ পরিচালকগণ / প্রশাসকগণ পক্ষে মোঃ সোহেল রানা (অপারেশন ম্যানেজার) জাতীয় পরিচয় পত্র নং-৪৬৫৩৬৪০১৭৯ "বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ" বগুড়া শাখা, বগুড়া, পোঃ+ থানা ও উপজেলা-বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া।

বনামঃ

বিবাদীঃ

১। ***মেসার্স ভাই ভাই মেশিনারীজ*** স্বত্বাধিকারী প্রতিনিধি-মোছাঃ মুনিরা বেগম(পূর্বতন মালিক-মৃত আমজাদ হোসেন

২। মোছাঃ মুনিরা বেগম মালিক- ভাই ভাই মেশিনারীজ স্বামী-মৃত আমজাদ হোসেন সাকিনঃ সূত্রাপুর, গোহাইল রোড বাইলেন ডাকঘর-বগুড়া সদর-৫৮০০, পৌরসভা-বগুড়া থানা- বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া। জাতীয় পরিচয় পত্র নং-৩২৯ ১৯৩ ৪৭১৩।

৩। মোঃ মনোয়ার হোসেন মালিক- ভাই ভাই মেশিনারীজ পিতা-মৃত আমজাদ হোসেন, মাতা-মোছাঃ মুনিরা বেগম সাকিনঃ সূত্রাপুর, গোহাইল রোড বাইলেন ডাকঘর-বগুড়া সদর-৫৮০০, পৌরসভা-বগুড়া থানা- বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া। জাতীয় পরিচয় পত্র-নং-২৬৯৩০১৪৯৫৪৩৩৯

৪। মোছাঃ খোদেজা খাতুন মালিক- ভাই ভাই মেশিনারীজ ও বন্ধকদাতা পিতা-মৃত আমজাদ হোসেন, মাতা-মোছাঃ মুনিরা বেগম সাকিনঃ সূত্রাপুর, গোহাইল রোড বাইলেন ডাকঘর-বগুড়া সদর-৫৮০০, পৌরসভা-বগুড়া থানা- বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া। জাতীয় পরিচয় পত্র নং-৫০৯ ০৯০ ৮৭১৫।

৫। মোছাঃ খুরশিদা জাহান মালিক- ভাই ভাই মেশিনারীজ পিতা-মৃত আমজাদ হোসেন, মাতা-মোছাঃ মুনিরা বেগম সাকিনঃ সূত্রাপুর, গোহাইল রোড বাইলেন ডাকঘর-বগুড়া সদর-৫৮০০, পৌরসভা-বগুড়া থানা- বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া।

৬। মোঃ আব্দুর রহমান পশারী (বন্ধকদাতা জামিনদার) পিতা-মোঃ আলতাফ পশারী, মাতা-মৃতঃ খয়রন নেছা সাকিন-ডাঃ ইসাহাক লেন, সূত্রাপুর, ডাকঘর-বগুড়া সদর-৫৮০০ পৌরসভা-বগুড়া, থানা- বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া। জাতীয় পরিচয় পত্র- ১০২ ২০০ ৯০৭৮৯৫

৭। মোছাঃ মালতী বেগম (ফুল) (বন্ধকদাতা জামিনদার) স্বামী-জনাব আব্দুর রহমান পশারী, মাতা-মোছাঃ ছকিনা বেগম, সাকিন-সূত্রাপুর, গোহাইল রোড বাইলেন, ডাকঘর-বগুড়া সদর-৫৮০০ পৌরসভা-বগুড়া থানা- বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া। জাতীয় পরিচয় পত্র-১০২২০০৯০৭৮৯৫২।

৮। মোঃ মনিরুজ্জামান (বন্ধকদাতা জামিনদার) পিতা-আইয়ুব উদ্দিন আহমেদ, মাতা-মোছাঃ জোৎস্না বেগম, সাকিন-সূত্রাপুর, গোহাইল রোড বাইলেন, ডাকঘর-বগুড়া সদর-৫৮০০ পৌরসভা-বগুড়া থানা- বগুড়া সদর, জেলা-বগুড়া। জাতীয় পরিচয় পত্র- ১০২২০০৯০৭৬৮২৩

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র আদালতের ৪৪/২০২৫ নং অর্থঃ মামলায় ১৩/১০/২০২৫ ইং তারিখের ডিক্রী মোতাবেক ডিক্রিজারী মোকর্দ্দমা ১৩/১০/২০২৫ ইং তারিখ পর্যন্ত ডিক্রীদারের প্রাপ্য ১৩,০৪,২৯,০৫৯.৪৮ টাকা ও তৎপরবর্তী আদায়কালতক সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচাদি আদায়ের নিমিত্তে দায়েরকৃত জারী মামলার দায়িকের বন্ধকৃত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আগামী ইং ২৬/০১/২৭ তারিখ নিলাম বিক্রয় হইবে। এতদউদ্দেশ্যে আগ্রহী নিলাম ক্রেতাদের নিকট হইতে প্যাডে বা সাদা কাগজে নাম ঠিকানা সহ স্বাক্ষরযুক্ত সীল মোহরকৃত দরপত্র নিম্ন লিখিত শর্ত সাপেক্ষে আহ্বান করা যাইতেছে ঃঃ

শর্তসমূহঃ

১। প্রত্যেক দরপত্রের সহিত উদ্ধৃত দরের উপর ৩৩(২) ধারার নির্ধারিত হারে টাকা জামানত স্বরূপ অত্র আদালতের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফ্ট/পে-অর্ডার আকারে জমা দিতে হইবে।

২। দরপত্র আগামী ২৬/০১/২৭ ইং তারিখ বেলা ১২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত অত্র আদালতে সেরেস্তায় রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দেওয়া যাইবে বা রেজিষ্ট্রি ডাক যোগে পৌঁছাইতে হইবে।

৩। উক্ত দিন বেলা ৪.৩০ ঘটিকায় উপস্থিত দরপত্র দাতাদের সম্মুখে (যদি থ